মুসোলিনী

ও

বর্ত্তমান ইটালী

শ্রীতারানাথ রায়

ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিশার্স্‌
২৭।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীবারিদকান্তি বসু

বৈশাখ, ১৩৩৪

৩৩এ, মদন মিত্রের লেন
বাণী প্রেসে
শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দাম বার আনা

মুসোলিনী ইটালীর প্রাণ-পুরুষ।

মুসোলিনী দেশপ্রাণতার অবতার।

এই দেশভক্তের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার সেকথা ভুলে যান নি। এ দেশে মুসোলিনীর মতবাদের আলোচনার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। রুষ, চীন ও অন্য সব মুমুক্ষু জাতির কথাও এ দেশে জানাবার সময় আজ এসেছে। গ্রন্থকারকে আমি সেদিকেও একটু দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি।
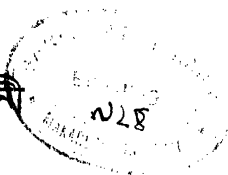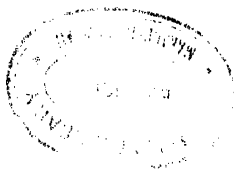
মুসোলিনী
ও
বর্ত্তমান ইটালী

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচ্যের জাগরণে আজ পাশ্চাত্য বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। তস্করের লুব্ধতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রাচ্যের দিকে দিকে আজ যে আয়োজন ও আন্দোলন চলিতেছে, ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তাহার সাধুতা ও ঐকান্তিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া ভীত হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া সেদিন মুসোলিনী বলিয়াছিলেন —"ইউরোপ এসিয়াবাসীকে বর্ব্বরের অধিক দেখে না। যেদিন সে এই অদ্ভুত ধারণার পরিবর্ত্তন করিবে, যেদিন ইউরোপীয় ও এসিয়ার মনোভাবের মধ্য হইতে তাহার কল্পনা-প্রাচীর সে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, সেই দিন হইতেই এই প্রাচ্য বিপদ আর থাকিবে না।" মুসোলিনী

বলিয়াছিলেন—"কৃশ্চান ও ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও কনফুসিয়ন, 'তাও' ও ইস্‌লাম এবং অন্য অশেষ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমতের জন্মস্থান এই এসিয়া। সাহিত্য কলা ও অন্য সর্ব্ব বিষয়ে এসিয়াবাসী ইউরোপীয়দের সমকক্ষ। স্যর জগদীশ বসু ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে বিজ্ঞানেও এসিয়া নব নব উদ্ভাবন করিতে সক্ষম। তবু ইংরাজরা বাক্যে ও আলাপে ভারতীয়দের 'নিগার' বলিবে, যেন চর্ম্মের বর্ণপার্থক্যে ভারতীয়গণ ইংরাজদের অপেক্ষা মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিতে হীন!"

অতীত-গৌরব প্রাচ্যজাতির জন্য অতীত-গৌরব ইটালীর শ্রেষ্ঠ সন্তানের এই সহানুভূতি অতি উপযুক্ত। এই একমাত্র কথায় জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষের অন্তরের তলদেশ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই। তবু এই মহাপুরুষের ভাব ও কর্ম্মধারা বুঝিতে হইলে ইটালীর অবস্থার কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

ভারত ও ইটালীর প্রকৃতি ও পরিণতির একটা মিল আছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার আদিগুরুরূপে এককালে ভারত যেমন জগতের উপর আপন প্রভুত্ব ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, রোম সাম্রাজ্যের সভ্যতা ও প্রভুত্বের নিকট তেমনি ইউরোপের প্রাচীন জাতিনিচয়কে এককালে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। আর্য্য-সভ্যতার মতন রোমক সভ্যতা ইটালীর বিশেষ ক্ষেত্র পাইয়া বিশিষ্ট সভ্যতায় পরিণত হইয়াছে। ইটালীর দৃশ্য শোভা, ইটালীর

কলা ও ভাস্কর্য্য, ইটালীর সুমার্জ্জিত অধিবাসীর সুমার্জ্জিত ব্যবহার ও ইটালীর মনোরম ভাষা, সকলই ভারতের সহিত বিশেষভাবে তুলনীয়।

আবার ভারতের মতনই একমাত্র ঐক্যের অভাবে ইটালীর এই মহান্ আদর্শ ও সভ্যতার জ্যোতিঃ একে একে মলিন হইতে বসিয়াছিল। পরাধীনতা ও অত্যাচারের বজ্রবন্ধনে জাতির জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছিল। অষ্ট্রিয়ান দাসত্বের অধীনে থাকিয়া ইটালী এই পরাধীনতার বৃশ্চিক-দংশন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। তাই যোশেফ্ ম্যাজিনীর "তরুণ ইটালী" দল বলিল যে, কেন্দ্রীভূত এক গণতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন প্রকার শাসন ইটালীর স্বভাবের অনুকূল নয়। ম্যাজিনী বলিলেন—ইটালীকে যদি পুনরায় জগতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হয়, তবে সেই মহৎ কার্য্যের প্রারম্ভে চাই মহৎ ভাবের অনুপ্রেরণা। তিনি বলিলেন—"আমি বেয়নেটে বিশ্বাসবান, কিন্তু বেয়নেটের তীক্ষ্ণধার মুখের সম্মুখে চাই এক মহান্ আদর্শ।"

"প্রবর্ত্তক"-দলের নেতা ক্যাভূরও আপনার লেখনী ও বস্তু-তান্ত্রিক কার্য্যদ্বারা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিতে চেষ্টা করেন। খৃষ্ট-জগতের ধর্ম্মগুরু পোপ গিওবার্টি দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে আপনার নেতৃত্বের অধীনে সমবেত করিয়া ইটালীর মুক্তির চেষ্টা করিতে থাকেন। গ্যারিবল্ডীর সুপ্রসিদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

"সহস্রবীর" (Thousand Heroes) ও "গিরি শিকারীরা" (Hunters of the Alps) স্বাধীনতার সময়ে যে অভিনয় করিয়াছে তাহা আজ ইটালীর গৌরবের ইতিহাস।

সে হইল অর্দ্ধ শতাব্দী অতীতের কথা। তাহার পর কত না উন্নতি ইটালীর হইয়াছে, বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ে ইটালী কত না সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিশ বৎসর যাইতে না যাইতেই শাসনতন্ত্রে মলিনতা প্রবেশ করিল। বিপ্লবী ও রাজদ্রোহীদের প্রচেষ্টার সহিত বৈদেশিক স্বার্থ সংমিশ্রিত হইয়া ক্রমশঃ ইটালীর জাতীয় স্বার্থ শঙ্কাযুক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। রাজা দেখিলেন, মধ্য-ইউরোপের শক্তিধর রাজ্যগুলির সহায়তা ব্যতীত দেশকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই, কাজেই ১৮৮৩ সালে ইউরোপীয় শান্তির ওজুহাৎ দেখাইয়া তাঁহাকে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত এক মৈত্রী স্থাপন (Triple Alliance) করিতে হয়। কিন্তু চিরশত্রু অষ্ট্রিয়া ও রোমসাম্রাজ্য-ধ্বংসকারী উত্তরাপথের বর্ব্বর হুনদের সহিত এই মিলনকে অধিকাংশ অধিবাসী এত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল যে সরকার তাহা উপেক্ষা করিতে পারে নাই। ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ বাধিতেই ইটালী বুঝিল যে ট্রিপ্‌ল্ এলায়েন্সের মৈত্রী ইটালীর পক্ষে অস্বাভাবিক। তাই যুদ্ধের সময় সে বলিল যে জার্ম্মাণীর সঙ্গে এই যে সন্ধি, ইহা কেবল আত্মরক্ষার সময়ের জন্য মাত্র। কাজেই ইটালী নিরপেক্ষ রহিল। কিন্তু

ইহাতে অসুবিধা বৃদ্ধিই পাইল। "লুসিটানিয়া" রণপোতের নিমজ্জন এবং জার্ম্মাণ, অষ্ট্রিয়ান ও অন্যান্য রণবর্ব্বরদের বর্ব্বরতা ইটালী সমর্থন করিতে পারিল না, বরং ক্রুদ্ধ হইল। কাজেই মহাযুদ্ধে তাহাকেও যোগ দিতে হয়। এই যুদ্ধে যোগদান ব্যাপারে মিত্র-পক্ষীয়দের মহা আনন্দ হইল। ১৯১৬ সালে যুদ্ধে বিশেষ কোন লাভ লোকসান হয় নাই। ১৯১৭ সালে কাপোরেটোর পরাজয়ে ইটালীর সৈন্যদল বিধ্বস্ত হইয়া গেল, আড়াই লক্ষ ল্যাটিন বন্দী লইয়া অষ্ট্রিয়া ফিরিয়া গেল—তাহাদের অধিকার ভেনিস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। ১৯১৮ সালের জুন মাসে ইটালী মিত্রশক্তির সহায়ে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিতে পারিলেও কাপোরেটোর ক্ষত কিন্তু আরোগ্য হইয়া যায় নাই।

মহাযুদ্ধের পর এক রুষিয়া ব্যতীত ইউরোপের কোন দেশেরই মাথা তুলিবার শক্তি ছিল না। উপযুক্ত শক্তিমান শাসনকর্তৃপক্ষের অভাবে সর্ব্বদেশে জাতীয় জীবন ক্রমশঃ নিম্নমুখী হইয়া চলিয়াছিল, জাতির অর্থ সম্পদ ও বাণিজ্য একেবারে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। ইউরোপের বড় সাধের তথাকথিত সুগঠিত পার্লামেণ্ট-সমূহ জাতির তরণী নিরাপদে বাহিয়া লইয়া যাইতে পারিতেছিল না। যখনই কোন বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই এই সকল পার্লামেণ্ট ব্যক্তিবিশেষের স্কন্ধে সমস্ত দায়িত্ব ও ভার অর্পণ করিয়া স্থূল বুদ্ধির চাতুর্য্য হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। ইংলণ্ডের

ক্রমওয়েল হইতে লয়েড জর্জ্জের ইতিহাস ঐ একই কথা বলিয়াছে। বিদগ্ধ তুরস্কের ভস্মমুষ্টি হইতে তাই মুস্তাফা কেমালকে তুর্কীজাতির ত্রাণের জন্য নূতন করিয়া গণতন্ত্রের পত্তন করিতে হইয়াছে, গ্রীসের দুর্ব্বলতার বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কথঞ্চিৎ সজীবতা ফিরাইয়া আনিতে প্যাঙ্গালোস্‌কে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে, হাঙ্গেরীতে নেতা হোরথীকে সেই একই অভিনয় করিতে হইয়াছে। ফ্রান্সের এই যে, এতবড় অর্থনীতিক বিশৃঙ্খলা হইয়া গেল তাহার কারণ এই যে ফরাসী রাজনীতিক দ্বন্দ্বের উচ্ছেদ করিয়া আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে এমন কার্য্যনির্ব্বাহক শক্তির সেখানে অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। আজও ফ্রান্সের সে অবস্থা যায় নাই। ইংলণ্ডে সেদিন বিরাট শ্রমিক ধর্ম্মঘট হইয়া গেল। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করাইয়া দিবার মত সবল শাসনশক্তি সেখানে ছিল না বলিয়াই জাতির অতখানি ক্ষতি সংসাধিত হইয়া গেল, সরকার তাহার সাক্ষী হইয়া রহিল মাত্র। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বযুগে মৃতজাতি জীবন লাভ করে সেই শক্তিধর অতিমানব হইতে, যাহার মধ্যে জাতির বহুকালের পুঞ্জীভূত শক্তি ভগবানের কৃপায় কেন্দ্রীভূত হইয়া অবতীর্ণ হয়, জাতির প্রাণপুরুষ ব্যক্তিরূপে রূপ পরিগ্রহ করে। মহাযুদ্ধের প্রলয়ের পর মৃত ল্যাটিন জাতির প্রাণ-পুরুষ তেমনি জাতির ত্রাণের জন্য মুসোলিনীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে।

চিরদিনের শত্রু অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করিয়া ও অপহৃত আড্রিয়াটিক প্রদেশের পুনরুদ্ধার করিয়া ইটালী যুদ্ধের পর সেই ঈষৎ জয়ের আনন্দেই মসগুল হইয়া রহিয়াছিল। কিন্তু এই উচ্ছ্বাস বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। যুদ্ধের সময় ইটালীর অধিবাসীরা নব নব অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে, কিন্তু রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই অভ্যাস উপভোগ করিবার উপযুক্ত অর্থ তাহারা খুঁজিয়া পাইল না। লড়াইয়ের সময় তাহারা রেশমী মোজা পাইত, প্রসাধনের জন্য মূল্যবান দ্রব্যাদি পাইত, অন্নের চিন্তা ছিল না, কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বাস্তলক্ষ্মীর পেটিকা অনুসন্ধান করিয়া একটি কড়িও তাহারা পাইল না। লোকে কর্ম্মহীন বেকার বসিয়া রহিল। ওদিকে সরকারী কারেন্সীর মূল্য কমিয়া গেল, আয় হইতে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হইয়া উঠিল। ফলে স্থানে স্থানে অভাবগ্রস্ত অসন্তুষ্ট জনসঙ্ঘ বিদ্রোহী হইতে লাগিল। এই সকল অব্যবস্থা ও অভাবের মধ্যেই কমিউনিজ্‌ম্ জন্ম পরিগ্রহ করে, ইটালীতেও করিল। শ্রমিকগণ উত্তর অঞ্চলের প্রধান প্রধান কারখানার কার্য্য বন্ধ করিল, জনসাধারণের দৈন্যের দোহাই দিয়া কৌশলী মধ্যবিত্তগণ ধনিকদের উপর বল প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগের অর্থ আপনাদিগের মধ্যে বাঁটিয়া লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রকৃত দরিদ্রের অভাব তাহাতে ঘুচিল না। পরন্তু ধর্ম্মঘট ও শ্রমিক বিপ্লবের ফলে দেশের পণ্য আর উৎপাদিত হইতে পারিল না। যতই

পণ্য হ্রাস হইতে লাগিল দারিদ্র্য ততই বৃদ্ধি পাইল, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক স্থানে স্থানে দেখা দিল। বিপদ দেখিয়া ধনিকরা অর্থ লুকাইল অথবা সীমান্ত পার করিয়া অন্যত্র গিয়া তাহা রক্ষা করিল। ইটালী দেউ-লিয়া হইবার উপক্রম হইল। দরিদ্রের কুটিরে আবার মা ষষ্ঠির কৃপা অধিক, তাই ইটালীকে প্রতিবৎসর পাঁচ লক্ষ করিয়া নূতন শিশুর মুখে দুগ্ধদানের ব্যবস্থা করিতে হয়; বংশবৃদ্ধির সহিত ইটালীর অধিবাসীর মাথা লুকাইবার স্থানটুকু কমিয়া আসে। এই বিবর্দ্ধমান জনসংখ্যাকে খাইতে দেয় এমন আহার্য্য দেশে উৎপন্ন হয় না। তাই প্রতি বৎসরই কাঁচামাল, কয়লা ও এক রকম সমস্ত খাদ্য দ্রব্যই বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়। তাহার উপর এই শাসনের বিশৃঙ্খলায় ও শ্রমিকদের কর্ম্মত্যাগে দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল।

চলতি ডিমোক্রাটিক্ ও লিবারাল্ শাসনকর্তৃপক্ষ এই সকল সমস্যার একটুও সমাধান করিতে পারে নাই। এক মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া অন্য মন্ত্রীসভা গঠিত হইতে লাগিল, কিন্তু পুরাতনের অপেক্ষা নূতন সভা বিশেষ কর্ম্মপটুতা প্রদর্শন করিতে পারিল না। সকলেই ক্রুদ্ধ কমিউনিষ্টদের কৃপার ভিখারী হইয়া রহিল মাত্র। অথচ কমিউনিষ্টরাও নিজেদের কোন একটী স্থায়ী ও কার্য্যকরী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইটালীর সমাজ ও শাসনশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সমর্থ করিবার উপায় দেখিতে পাইল না। তাহাদের উপদেশে মূর্খ

শ্রমিকগণ যন্ত্রপাতি হস্তগত করিয়া বসিয়া রহিল, দেশে কাজ হইতে দিল না। শীঘ্রই অস্বচ্ছলতার অবসাদ আসিয়া ইটালীকে বিপন্ন করিয়া ফেলিল। দুই সহস্র মিউনিসিপালিটির উপর বল্‌শেভিকদের রক্তপতাকা উড়িতে লাগিল। তুরিন, জেনোয়া, মিলান, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, রোম, নেপ্‌ল্‌স, কাটানিয়া ও অন্যান্য বহু স্থানে লুট ও হত্যাকাণ্ড অবাধে চলিতে লাগিল। ১৯১৯ সালের জুন হইতে ১৯২০ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ইটালীর দুর্দ্দশার আর পরিসীমা রহিল না। সর্ব্বত্র লেনিনের জয় ঘোষিত হইল।

স্বদেশের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মুসোলিনী ব্যথিত হইলেও শিথিল-প্রযত্ন না হইয়া ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে আপনার সংগঠন কার্য্য আপন মনে করিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার অনুগত ক্ষুদ্র ফ্যাসিষ্ট দল ধীরে ধীরে গ্রামের পর গ্রাম ও সহরের পর সহর আপনাদের মতবাদে ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। তাঁহার সম্পাদিত "পোপোলো ডি' ইটালিয়া" পত্রিকায় প্রত্যহ মর্ম্মস্পর্শী আবেদন মুদ্রিত হইতে লাগিল। মুসোলিনী দেখিলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই ল্যাটিন জাতি আপনার যে বিশিষ্ট আশা ও আদর্শের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, সেই জাতীয় ভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া দেশকে রক্ষা করিতে হইবে। তাই তাঁহার ফ্যাসিষ্ট দলের প্রত্যেককে তিনি প্রাচীন রোমের দুই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—দয়া ও দেশাত্মবোধের মন্ত্র দান করিলেন। তাঁহার মন্ত্রের প্রতীক হইল প্রাচীন রোমের যন্ত্রচিহ্ন ফ্যাসেস

(fasces)। 'ফ্যাসেস্' একটি কুঠারদণ্ডের চারিধার ঘিরিয়া এক আঁটি যষ্টি ফিতা দিয়া জড়াইয়া বাঁধা। প্রভুত্বের চিহ্ন এই ফ্যাসেস্ পূর্ব্বকালে রোমান লিকটরগণ কন্সাল ও সম্রাটদের শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে ধারণ করিয়া চলিত। প্রাচীন রোমের সৈন্যদলের আদর্শে মুসোলিনী তাঁহার দল গঠন করিলেন। মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার অনুচরগণ স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য মাত্র করে, তাহাদিগকে Arditi বা Storm troops বলিত। এই নির্ভীক সেবকদল আপনাদের জীবন বিপন্ন করিয়া সেবা ধর্ম্ম করিয়া যাইত। স্বার্থ বলিয়া তাহাদের কিছু ছিল না। তাহাদের দাবী ছিল মাত্র—"কর্ত্তব্য করা—আর কর্ত্তব্য পালনের পর তাহার গর্ব্বে গর্ব্বিত হওয়া।" যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত বীরকে সদর্পে স্কন্ধে বহিয়া ফ্যাসিষ্ট সেবক-বাহিনী সসম্মানে সমাধিস্থ করিয়া আসিত। এই সেবক-বাহিনীর নেতা মুসোলিনী দেশের বিপদ মুহূর্ত্তে ইটালীর উদ্ধারের জন্য রোমান্ জাতির প্রাণের নিকট আবেদন করিয়া বলিলেন—"ন্যায় ও ঐক্য, ত্যাগ ও বিপদ, সামাজিক স্তরে স্তরে সমন্বয়, আর দৃঢ় ও দৃঢ়তর অক্লান্ত শ্রম ইহাই তোমাদের প্রাণের কথা।" সেবকদল তাহা মাথা পাতিয়া মানিয়া লইল। রোমের প্রাণ-পুরুষ জাতিকে প্রাণের দীক্ষা প্রদান করিলেন। ম্যাজিনীর মত তিনিও চাহিলেন কেন্দ্রীভূত শাসনশক্তি, ম্যাজিনীর মত তিনিও বলিলেন আমি বেয়নেটে বিশ্বাস করি,

ক্যাভুরের মত দেশের পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি অসি ও লেখনী উভয়েরই তুল্য ব্যবহার করিয়াছেন, আর গ্যারিবল্ডীর "সহস্র বীর" স্বেচ্ছাসেবকদলের মত তাঁহার "ব্ল্যাক্‌শার্টস্‌" ইউরোপে আজ যে অভিনয় করিয়াছে তাহাতে গৌরববান ইটালী আজ অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮৮৩ সালে ইটালীতে রোমানার অন্তর্গত প্রিদাপিও নামক স্থানে বেনিটো মুসোলিনীর জন্ম হয়। সামান্য লৌহকর্ম্মকারক ও সরাইওয়ালার পুত্র হইলেও শৈশব হইতেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল—"আমার জীবনকেই আমি আমার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিরূপে গড়িয়া তুলিব (I shall make my own life my masterpiece)"। প্রিদাপিওর গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠ সাঙ্গ করিয়া মুসোলিনী গুয়ালটেরী নামক স্থানে শিক্ষকতা করিতে থাকেন। এই বালক শিক্ষক একদা গ্যারিবল্ডী সম্বন্ধে এক অদ্ভুত বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার চাকুরীটি যায়। কর্ম্মশূন্য হইয়া তিনি ভাবিলেন যে সুইজার্ল্যাণ্ডে যাইয়া অর্থ উপার্জ্জনের একটা চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

অশেষ দৈন্য ও দুঃখের মধ্যে তাঁহার সুইজার্ল্যাণ্ডের দিনগুলি কাটিতে থাকে। বহুদিন বালককে রাজমিস্ত্রীদের জোগালদারী করিতে গিয়া মাথায় করিয়া ইঁট ও সুড়কী বহিতে হইয়াছে। এই সময় মুসোলিনীর বয়স মাত্র উনিশবৎসর। এত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—"দারিদ্র্যের এই বেদনা, অপমান ও অধীনতা আমার অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে, ইহাতে দুঃখিত ও লজ্জিত হইবার কিছুই নাই।"

একদিন অন্ন জুটিয়া ওঠে নাই। কারণ, কাজ নাই। ক্ষুধার জ্বালায় যুবক সমস্ত রাত্রি ঘুরিতেছেন। এমন সময় ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি। লোজান (Lausanne) সেতুর নিকট ক্ষুধায় অত্যন্ত অভিভূত এবং বৃষ্টিতে সিক্ত ও শীতে কম্পিত কলেবর নিরাশ্রয় মুসোলিনী একটি প্রেসের ভাঙ্গা বাক্স পত্রের মধ্যে গিয়া কোনমতে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন। হঠাৎ পুলিস আসিয়া তাঁহাকে সেই অবস্থায় ধরিয়া হাজতে পাঠাইয়া দিল। ইহাই তাঁহার প্রথম কারাবাসের অভিজ্ঞতা। এইভাবে যতই তিনি দুঃখ পাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সহিষ্ণুতা ও বীরত্ব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ইহার পর লোজানে মুসোলিনী এক মদ্যবিক্রেতার পিওনের কার্য্য প্রাপ্ত হন। দোকান গৃহের উর্দ্ধে এক পাটাতনের উপর তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। মুসোলিনী প্রত্যহ প্রত্যূষে

উঠিয়া শুষ্ক রুটির টুকরা বাসি সুপে ভিজাইয়া গলাধঃকরণ করিয়া সহরের পথে পথে নগ্নপদে ল্যাণ্ডলেডীদের গৃহে গৃহে গিয়া আমেরিকান ও ইংরাজ ভ্রমণকারীদের জন্য মদের বোতল পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেন। সময় সময় এই ভ্রমণকারীদের কেহ কেহ কৃপা পরবশ হইয়া যুবককে দুই একটি মুদ্রা বকশিস্ করিত। এই বকশিসের পয়সা দিয়া মুসোলিনী খাবার কিনিয়া খাইতেন। সন্ধ্যাবেলা পিওনের কর্ম্ম হইতে ছুটি পাইলে যুবক জুতা, মোজা, ট্রাউজার, জ্যাকেট পরিধান করিয়া, টাই ও হ্যাট আঁটিয়া ছাত্র সাজিয়া জেনেভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চার শুনিতে যাইতেন।

জেনেভায় তাঁহার অনেক বন্ধু জুটিয়াছিল। এই বন্ধুদের মধ্যে তিনি ছিলেন রাজা। সকলেই তাঁহার নাম দিয়াছিল লিট্‌ল্ বেনিটোচ্‌কা (Little Benitouchka)। সকলেই মনে করিত যে তাহাদের এই বন্ধুটি চার্চ্চ ও ষ্টেট্, ক্রাইষ্ট ও ধর্ম্মধ্বজীদের বিরুদ্ধে ঘোরতর বিপ্লব চালাইবার পক্ষে। হেলেন নামে এক রুশ যুবতী তাঁহার কথা শুনিতে ভালবাসিতেন। রুশ স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও হেলেন মুসোলিনীর সুদৃঢ় শক্তি-ব্যঞ্জক মুখ হইতে বিশ্বের সকল সম্ভব ও অসম্ভব বিষয়ের আলোচনা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন।

বেনিটোচ্‌কার বন্ধু মহলের এই বিপ্লববাদী ও অকৃশ্চিয়ান বক্তৃতা পুলিশের দৃষ্টি এড়াইল না। হুকুম হইল মুসোলিনীকে

জেনেভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। তবু লুকাইয়া লুকাইয়া তিনি বন্ধুদের সহিত দেখা করিয়া আসিতেন, হেলেনকে গিয়া তাঁহার অদ্ভুত মতের কিছু কিছু কথা অদ্ভুত ভাবে শুনাইয়া আসিতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মুসোলিনী জেনেভায় হেলেনের কক্ষদ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন। হেলেন তখন তাঁহার একটি মেয়ে বন্ধুর সহিত খুব চা ও বিস্কুট ধ্বংস করিতেছিলেন। মুসোলিনীকে পাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে খুব খাওয়াইয়া বলিলেন, 'আজ আর লোজানে ফিরিয়া যাইতে পাইবে না'; কোন আপত্তিই গ্রাহ্য হইল না। মুসোলিনীকে শয়নকক্ষ ছাড়িয়া দিয়া হেলেন মেয়ে বন্ধুটিকে লইয়া অন্য একটি মহিলার নিকট শুইতে গেলেন। অতিশয় কোমল ও অত্যন্ত শুভ্র বিছানা দেখিয়া মদের দোকানের শক্ত কাঠের পাটাতনের কথা মুসোলিনীর মনে পড়িয়া গেল। জীবনে এই প্রথম তিনি নরম শয্যায় শুইবার অধিকার পাইলেন। পয়সা ছিল না বলিয়া তাঁহাকে লোজান হইতে জেনেভা, এই প্রায় পনর মাইল পথ হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছিল। সমস্ত দিবসের ক্লান্তি ও অবসাদে যুবক অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি শুনিতে পাইলেন পাশের কক্ষ হইতে বাড়ীওয়ালী তাহার স্বামীকে ডাকিয়া বলিতেছে—"মেয়ে দুইটি ত নাই, ঘরে নিশ্চয় চোর আসিয়াছে।" মুসোলিনী দেখিলেন,

এইবার ধরা পড়িলে আর নিষ্কৃতি নাই। স্বামীটি বন্দুক খুঁজিয়া আসিয়া বলিল—"বন্দুক পাইলাম না—যাই পুলিশে খবর দিয়া আসি।" মুসোলিনী ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। লোকটা ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জানাইল যে, থানায় কেহ নাই; এই বলিয়া সে গিয়া ঘুমাইল। কখন কি হইতে পারে ভাবিয়া মুসোলিনীর আর নিদ্রা আসিল না। ভোর হইতে না হইতেই হেলেন হাসিতে হাসিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেনিটোচ্‌কা—লিট্‌ল্‌ বেনিটোচ্‌কা, ঘুম কেমন হইল?" বেনিটোচ্‌কা যখন করুণভাবে আপন দুর্দ্দশার বার্ত্তা নিবেদন করিলেন তখন হেলেন হাসিয়া বাড়ীওয়ালা ও তাহার স্বামীকে পর্য্যন্ত জাগাইয়া তুলিলেন।

জেনেভা ও লোজান বিশ্ববিদ্যালয় এবং জুরিচ্‌ পলিটেক্‌নিকে অধ্যয়ন করিবার সময় Blanqui, Nietzsche, Sorel, Stirner, Machiavelli, Schopenhauer, Bergson ও গ্রীক রোমান্‌ দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং কবিদের সহিত মুসোলিনীর পরিচয় হয়। এই সময় হইতে তাঁহার মনে হইত যে সক্রেটিসের পিশাচের (demon) মতন কি একটা শক্তি যেন তাঁহাকে পরিচালিত করিতেছে। এ সম্বন্ধে মুসোলিনী বলিয়াছেন—"জানোয়ারের মতন আমি অনুভব করিতে পারি কখন কি ঘটিবে; ভিতর হইতে কে আমাকে সাবধান করিয়া দেয়, আমি

তাহার নির্দ্দেশ মানিতে বাধ্য হই।" এই অন্তরের নির্দ্দেশ এবং জীবিত ও মৃত শিক্ষকদিগের উপদেশ তাঁহার যৌবনজীবন গঠিত করিয়া তোলে। অধ্যাপক প্যারেটোর "Theory of imponderable" মুসোলিনীর অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল। "প্রত্যেক বাঁধা-ধরা পদ্ধতিই ভুল, প্রত্যেক থিওরিই কারাগার। বাঁধা-ধরা পদ্ধতি চাই না, চাই সুনিয়ন্ত্রিত একটা কাজের ধারা" অথবা "খুঁজিব, পাইব কি না জানি না," মুসোলিনীর এই সকল প্রসিদ্ধ উক্তি অধ্যাপক প্যারেটোরই প্রতিধ্বনি। মেকিয়াভেলীর "প্রিন্স" তাঁহার বড় ভাল লাগিত। এই গ্রন্থের উপর থিসিস্ লিখিয়া বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডক্টর উপাধি প্রাপ্ত হন। মানব চরিত্রের প্রতি মেকিয়াভেলীর অবিশ্বাস ভাব ও তাঁহার জুলুমবাদ মুসোলিনী যেন গ্রহণ করিয়াছেন। মেকিয়াভেলীর মতন তিনিও বলেন—"রাষ্ট্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে রাজাতে। প্রজারা ব্যক্তিগতভাবে চিরদিনই নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া আসিতেছে। শাসনতন্ত্রের কর্ত্তব্য হইতেছে এই নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে অটুট রাখা। প্রজা আপনাদের শাসনের ভার অর্পণ করিতে পারে রাজশক্তির উপর, কিন্তু নিজেরা তাহা পরিচালিত করিতে পারে না। যখনই কোন জাতির বিশেষ কোন স্বার্থ সংরক্ষণের কথা উঠিয়াছে, হাজার গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রও সে সময় জনসাধারণের নিকট যুক্তি লইতে বসে নাই। প্রজার সম্মতি লইয়া রাজ্য চালান, ওটা বাজে কথা—

তাহা কোন দিনই হয় নাই, এখনও হইতেছে না; বোধ হয় ভবিষ্যতেও কোন দিন হইবে না।" মুসোলিনীর এই মতের সহিত নিট্‌শেরও অনেক মত মিলিয়া যায়। তাই মনে হয় ফ্যাসিজ্‌মের বীজ-চিন্তা সংগৃহীত হইয়াছে এই জার্ম্মাণ দার্শনিকের চিন্তাধারা হইতে।

সংবাদপত্র পরিচালনা মুসোলিনীর জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মুসোলিনী বলিয়াছেন—"রাজনীতির সৃষ্টি মানুষ লইয়া। সংবাদপত্র পরিচালনা করিতে করিতে আমি এই মানবচরিত্র চিনিতে পারিয়াছি, ইহা হইতে আমি আমার মনকে অনেকটা গঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছি।" এই কার্য্যে নিয়মিতভাবে পরিশ্রম করিবার অসীম ধৈর্য্য ও শক্তি মুসোলিনী প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শৈশব হইতেই বিপ্লববাদ ইটালী প্লাবিত করিয়াছিল। মুসোলিনী সেই সময়েই আপন লেখনী পরিচালিত করিতে থাকেন এবং রীতিমত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববাদ প্রচার করেন। সাতাইশ বৎসর বয়সে তিনি "শ্রেণী সংগ্রাম" (Lota-di-Classi) নামক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন কমিউ-নিষ্ট্‌ মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় ফোর‍্লী নামক স্থানের সমাজতান্ত্রিক সমিতি তাঁহাকে আপনাদের সম্পাদক নিযুক্ত করে। প্রকৃত কার্য্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া মুসোলিনীর মনে হইল—"বড় বড় কারবার দেউলিয়া হইয়া গেলে যেমন হয়, সোসিয়ালিজ্‌মের অবস্থাও তদ্রূপ; আর ইটালীর রাজনীতিক

প্রহসন-মঞ্চে সমাজতান্ত্রিকের সরকারী দল শবের মতন পড়িয়া রহিয়াছে।”

ইহার কিছুদিন পর ইটালী সরকার ত্রিপোলী অভিযানের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। মুসোলিনী জনসাধারণকে উপদেশ দিলেন যে তোমরা এই ব্যাপারের সশস্ত্র প্রতিবাদ কর। এই অপরাধে সরকার তাঁহাকে পাঁচ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। রাজদণ্ডের টীকা ললাটে প্রাপ্ত হইয়া মুসোলিনী ইটালীর সাধারণ লোকের নিকট এক মহা জনপ্রিয় বীর হইয়া গেলেন।

১৯১২ সালের ডিসেম্বরে তিনি সমাজতান্ত্রিকদের প্রধান মুখ-পত্র “আভান্তী” পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার রচনার প্রভাবে কাগজ চল্লিশ সহস্র হইতে একলক্ষ করিয়া বিক্রীত হইতে থাকে।

য়্যাঞ্জেলিকা বালাবানফ্ নামে এক রুশ বলশেভিক যুবতী এই সময় মুসোলিনীর উপদেশ পাইতে আসিতেন। বোমা, বিপ্লব ব্যতীত তাঁহার অন্য কিছুই একরকম আলোচ্য ছিলনা। ভীষণা এই নারীর মুখ হইতে সর্ব্বদাই যেন অনল বর্ষিত হইত। বিপ্লব ব্যতীত অন্য কিছুই তিনি বুঝিতেন না, বা শুনিতে চাহিতেন না। অর্থনীতি, সমাজনীতি ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া মুসোলিনী এই নারীকে আপনার “আভান্তী” পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন। মুসোলিনীর নিকট

বসিয়া নারী এই সুদৃঢ় পুরুষের দৃঢ়তম মতবাদ শুনিয়া পাগল হইয়া যাইতেন। মাঝে মাঝে য়্যাঞ্জেলিকা বলিতেন—"মুসোলিনী, তুমি আরও একটু শক্ত করিয়া লেখ, চরমবাদীদের সমর্থন করা তোমার উচিত।" শান্তভাবে সম্পাদক জবাব দিতেন—"তুমি নিজের কাজ কর গিয়া, এই সকল সম্বন্ধে তুমি কিছুই অবগত নহ।" শেষে কথায় কথায় একদিন নারীকে তিনি বিদায় দিলেন। ফলে য়্যাঞ্জেলিকা প্রচার করিয়া দেন যে মুসোলিনী মধ্যবিত্তদের একজন ভাড়াটিয়া গুণ্ডা। ইটালী সরকার এই নারীকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তিনি লেনিন ও ট্রট্স্কীর সহিত গিয়া যোগদান করেন, কিন্তু সেখানেও ভাবোন্মাদিনী য়্যাঞ্জেলিকার স্থান হয় নাই।

১৯১৪ সালে যখন মহাযুদ্ধ বাধিল তখন মিলানে সোস্যালিষ্টগণ সম্মিলিত হইয়া আলোচনা করিতে বসিল যে এই যুদ্ধে সমাজতন্ত্রীরা নিরপেক্ষ রহিবে, কি কোন না কোন পক্ষে যোগদান করিবে। সকলে মনে করিত মুসোলিনী নিরপেক্ষ রহিবার পক্ষেই মত দিবেন। কিন্তু যখন তিনি বলিতে উঠিলেন তখন সকলেই শুনিয়া অবাক হইয়া গেল যে তিনি বলিতেছেন, যুদ্ধে যোগদান করিতে হইবে। সমাজতন্ত্রীদের আহ্বান করিয়া তিনি বলিলেন "সকল সংগ্রামকেই এক চক্ষে দেখিও না। ইহা যদি অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর যুদ্ধ হইত তবে সোস্যালিষ্টেরা না হয় যোগদান করিত না। পূর্ব্ব

দিকের সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা আর পশ্চিম দিকের সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা একই কথা নহে। আমাদের একটি মাত্র ভাবিবার বিষয় আছে—তাহা ইটালীর ঐক্য!" সোস্যালিষ্টরা ইহাতে চটিয়া গেল। "আভান্তী" পত্রিকা হইতে তাঁহার চাকুরী গেল। সহকর্ম্মী কর্ডনী ও ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধাকবি ডি' আনুনজিও তাঁহার মতে মত দিলেন। এই তিন জনে মিলিত হইয়া মাতা ইটালীর ঐক্য গঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহারা তখন হইতেই বুঝিতে পারিলেন যে ইটালীকে রক্ষা মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার ভার তাঁহাদের উপর ভগবান অর্পণ করিলেন। দৃঢ় পণ করিয়া বন্ধুদের লইয়া অকুতোভয় মুসোলিনী বলিলেন "Viva l' Italia—মাতা ইটালি! দুঃখ নাই—ভয় নাই—মাতঃ, তোমার পদতলে আমাদের জীবন ও মরণ উৎসর্গ করিয়া দিলাম।"

১৯১৫ সালের মে মাসে ইটালী মহাযুদ্ধে মাতিবে বলিয়া যখন ঘোষণা করিল তখন কোনও রাজনীতিক অগ্রসর হইলেন না। ডি' আনুনজিও এবং মুসোলিনীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ইটালী বলিল, দেশকে আরও শক্তি সম্পদে ভূষিত করিতে হইবে, বিশ্ব জাতির সভায় ইটালীর সম্মানস্থান অধিকার করিয়া লইতে হইবে। এই কার্য্যের ভার পতিত হইল মুসোলিনীর গঠিত সেবকদলের উপর। দলে দলে সেবক আসিয়া মুসোলিনীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া শপথ করিল—"ভগবান ও ইটালীর নাম লইয়া শপথ করিতেছি,

ইটালীর নাম অধিকতর উজ্জ্বল করিবার জন্য যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়া অমর হইয়াছেন তাঁহাদের নাম লইয়া শপথ করিতেছি যে যতদিন জীবিত রহিব ততদিন ইটালীর মঙ্গলের জন্যই কায়মনপ্রাণ অর্পণ করিব।" তাহারা বলিল—"ইটালীর সেবা করিব আমরা পবিত্রভাবে, ইটালীর সেবা করিব আমরা অন্তরে মহা আদর্শের অনুপ্রেরণা লইয়া, অবিনাশী বিশ্বাস ও একাগ্রতা লইয়া; এই সেবায় সুবিধাবাদ ও সাবধানতাবাদকে কাপুরুষতা বলিয়া আমরা ঘৃণা করিব।"

সোস্যালিষ্ট দল হইতে বিতাড়িত হইবার পর সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়া মুসোলিনী সার্জ্জেণ্ট পদে কার্য্য করিতে থাকেন। সেই সময় তিনি যুদ্ধে ভীষণ আহত হন। কাজেই ১৯১৭ সালে কর্ম্মে অশক্ত বলিয়া তাঁহাকে সৈন্যদল হইতে বিদায় দেওয়া হয়। এই সময় হইতে জেসুইট দলের প্রতিষ্ঠাতার মত তাঁহারও প্রকৃত দেশসেবার সূত্রপাত হইল। "Popolo-d' Italia" পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুসোলিনী দেশকে জানাইলেন যে ফ্যাসিজ্‌ম্ ব্যতীত উদ্ধারের দ্বিতীয় পন্থা নাই। ১৯১৮ সালে যখন ভিটোরিয়া ভেনেটেতে জয়লাভ করিয়া ইটালী বীর টোটিকে হারাইল, মুসোলিনী আবেগ-রুদ্ধ ভাষায় স্বর্গগত সহকর্ম্মীকে ডাকিয়া বলিলেন—"টোটি! রোমান্ টোটি! তোমার জীবন—তোমার মৃত্যু ঐ সমাজতন্ত্রী যূথের সমবেত শক্তির অপেক্ষা কত বড়!" "টাইবার তটে রোমের

জন্ম হইয়াছিল, রোম আজ আবার জন্ম পরিগ্রহ করিল ঐ আই-সোঞ্জো নদীর তটদেশে।”

যুদ্ধের পর আর্ম্মিস্‌টিস্‌ বা যুদ্ধবিরতি-পত্র স্বাক্ষর করিবার সময় মুসোলিনী পরিষ্কার ভাষায় আপনার মত জানাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, যদি ফ্রান্স রাইন্‌ সীমান্তের অধিকারের কথা বলিয়া আপনাদের রাজনীতিক ধূর্ত্ততা পরিত্যাগ না করে, তবে ইটালীরও আড্রিয়াটিক এবং আল্‌পসগিরি সীমান্তের স্থলগুলি পরিত্যাগ করা উচিত নহে। তাই তিনি ১৯১৯ সালের ২৩শে মার্চ্চ মিলানে ফ্যাসিষ্ট দলের প্রথম সম্মিলনীতে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেন—“আমাদের ফ্যাসিষ্ট দলের উদ্দেশ্য এই যে, ইটালীর মাথায় হাত বুলাইয়া যে জাতি আপনার অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করিবে, আমরা সেই সাম্রাজ্যবাদী জাতির সহিত সংগ্রাম করিব। আমরা ফিউম ও ডালমাসিয়া অঞ্চল অধিকার করিয়া ইটালীর জাতীয় পুষ্টি সংসাধন করিব, পৃথিবীর মধ্যে, ইউরোপের মধ্যে ইটালীর মান বজায় রাখিব।” এই নীতি অনুযায়ী যখন গাব্রেল ডি’ আনুনজিও ফিউম অধিকার করিয়া আসিলেন, মুসোলিনী আপনার পত্রিকায় তাঁহার জয় ঘোষণা করিয়া দিলেন। এই অপরাধে তিনি ধৃত হন। সরকার বলিলেন, তুমি রাষ্ট্রের শান্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছ। অবশ্য পর দিবসই তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

মহাযুদ্ধের সময় হইতে ইটালীর শিথিল শাসনতন্ত্রের কৃপায় জাতি যতই নিম্নগামী হইয়া পড়িতেছিল, মুসোলিনী ততই বুঝিতে-ছিলেন যে জাতির বিবেকবুদ্ধি অন্তর হইতে তাঁহাকে কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছে। তাঁহার গঠিত ফ্যাসিষ্ট যুবকগণ হইতে বাছিয়া বাছিয়া তিনি "ব্ল্যাক শার্টস্" (Black Shirts) নামে একটি দল গঠিত করিলেন। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে হঠাৎ একদিন সদলবলে মুসোলিনী রোমের দিকে অগ্রসর হইয়া রাজধানী দখল করিয়া বসিলেন। ৩০শে অক্টোবর ক্লীব মন্ত্রীদলের হস্ত হইতে শাসনযন্ত্র কাড়িয়া লইয়া তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, ফ্যাসিষ্টরা স্বাধীনতার বাহ্বাস্ফোট করিতে চাহে না। তাহাদের মন্ত্র—শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা। তিনি বলিলেন— "স্বাধীনতা বলিতে যদি এই বোঝ যে, জাতির কর্ম্মধারার নিয়মিত ছন্দকে স্তব্ধ করিয়া দিতে হইবে, স্বাধীনতা বলিতে যদি এই বোঝ যে, ধর্ম্মের প্রতীক প্রতিমার উপর—আমার জন্মভূমির— আমার সহজাত শাসনবৃত্তির উপর নিষ্ঠীবন পরিত্যাগের অধিকার থাকিবে, বেশ, তাহা হইলে আমি এই জাতির শাসনশক্তির নেতা হিসাবে ঘোষণা করিয়া দিতেছি যে—সে স্বাধীনতা কখনও এখানে গজাইতে পারিবে না।" অসন্দিগ্ধ-কর্ত্তব্যপরায়ণ দেশভক্ত মুসোলিনীর সেই বজ্রনাদের প্রতিবাদ করিতে কেহ আর সাহসী হইল না।

২৮শে অক্টোবর বীর ফ্যাসিষ্ট দল ইটালীর যেখানে যেখানে অবস্থান করিতেছিল সর্ব্বস্থান হইতে রাজার সেবকরূপে থাকিবে এই শপথ গ্রহণ করে। শাসনশক্তিও সাদরে তাহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া আপনাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া লয়। মুসোলিনী তাঁহার এই বীর দলের নাম দিয়াছিলেন জাতীয় স্বেচ্ছাসৈন্য বাহিনী (National Voluntary Militia)। ইহাদের সংখ্যা দেড়লক্ষ, প্রয়োজন হইলে বৃদ্ধি করিয়া দুইলক্ষ পঁচানব্বই সহস্রে পরিণত করা যায়। এই বাহিনী সংগঠন করিয়া মুসোলিনী সহস্র সহস্র কর্ম্মহীন যুবককে বৃথাবিপ্লবের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংযত যুবক-ইটালী বীর-নেতার অধীনে দণ্ডায়মান হইয়া আজ জাতি ও জন্মভূমির বিজয় কেতন সগর্ব্বে উড্ডীন করিতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুসোলিনী জুলুম এবং অশাস্ত্রীয় ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া ইউরোপীয় কোন কোন দল বলিয়া থাকে। কিন্তু ইটালীর তৎকালীন অবস্থানুযায়ী ঐ পন্থা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহভেদ, রাজনীতিক দলে দলে কলহ, শ্রমিকে মালিকে কলহ, আর্থিক দুরবস্থা, এই সকল নিবারণ করিতে হইলে সুসংযত ও সুদৃঢ় মুষ্টিপ্রয়োগ ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। এই ভাবেই ক্রমওয়েল ইংরাজ জাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মুসোলিনীও আজ ঐ একভাবে ল্যাটিন জাতিকে রক্ষা করিয়াছেন। উভয়ের পার্থক্য এই যে মুসোলিনীর কোন গুণই ক্রম্‌ওয়েলে ছিল না।

মিঃ বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন যে, যেমন ক্রম্‌ওয়েলের পর ইংল্যাণ্ড পার্লামেণ্ট পদ্ধতিতে ফিরিয়া গিয়াছিল, তেমনি মুসোলিনীর পর ইটালীও পার্লামেণ্টরী শাসনপদ্ধতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কিন্তু ইতিহাস বলে, ক্রমওয়েল আপনার শাসনকালে এমন কিছুই গঠন করিয়া যান নাই যাহার ভিত্তির উপর ইংল্যাণ্ডের পরবর্ত্তী শাসনপদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে পারে। ইটালীতে মুসোলিনী দেশের সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষের সহায়ে এমন একটা Guild State (গোষ্ঠী শাসনতন্ত্র) গঠন করিয়া তুলিয়াছেন যাহা তাঁহার পরও বাঁচিয়া থাকিবে। এই উদ্দেশ্য মনে লইয়া এই শক্তিধর দিনে পনের ঘণ্টা অবিরাম খাটিয়া যাইতেছেন। জন্মভূমিকে গঠিত করিয়া তুলিবার পূর্ব্বে এই অদ্ভুত বিশ্বকর্ম্মার আর বিশ্রামের সময় নাই।

সাম্যবাদের রুষ-ঋষি লেনিন আর নবীন তুরস্কের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা কেমালের সহিত মুসোলিনীকে অনেক সময় তুলনা করা হইয়া থাকে। মহাযুদ্ধের সমুদ্রমন্থনে উত্থিত এই ত্রিরত্নের প্রত্যেকটিরই এক একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কেমাল চাহেন বর্ত্তমান জগতের সহিত এক ক্ষেত্রে ও এক শক্তিতে দাঁড়াইতে পারে এমন তুরস্ক। তাঁহার দেশ দরিদ্র, তাঁহার দেশবাসী অশিক্ষিত কুশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাই মুস্তাফা কেমাল পাশা দেশকে নব নব শিক্ষা ও সংস্কারে সুগঠিত করিতে চাহেন।

মুসোলিনী আর লেনিন উভয়েরই উদ্দেশ্য স্বদেশের প্রতিষ্ঠা। আর সেই প্রতিষ্ঠার পন্থা বিপ্লব। মুসোলিনী দেশের সাম্প্রদায়িক বিবাদ হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়াছেন, আর মহাত্মা লেনিন করিয়াছিলেন গলিত রুশ সমাজকে ধ্বংস করিয়া। মুসোলিনীর শক্তি ব্যবসায়িক গঠনমূলক শক্তি, লেনিনের শক্তি কৃষক শ্রমিকের সংগঠনমূলক। উভয়েরই উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার পথে যে সকল ধ্বংস সংসাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, মুসোলিনী কর্ম্মী আর লেনিন দার্শনিক মাত্র। ইটালী তাহার ত্রাতার প্রচেষ্টার ফল ইহার মধ্যেই ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, রুষিয়া লেনিনের দার্শনিক কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে বটে কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয় নাই। বলশেভিকদের পরীক্ষাকাল এখনও পূর্ণ হয় নাই, ফ্যাসিষ্টবাদের কার্য্য ফলে ইটালীর আর্থিক অবস্থা এখন অনেকটা স্বচ্ছল। ইটালীর ক্ষেত্রে লেনিন ও মুসোলিনী উভয়েরই পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

ইউরোপের আরও একটি শক্তিমান পুরুষের সহিত মুসোলিনী তুলনীয়। পোল্যাণ্ডের নেতা মার্শাল পিলসুডস্কী মুসোলিনীর মত একেশ্বর না হইলেও প্রায় সমশক্তিমান। পার্থক্য এই, পিলসুডস্কী বর্ত্তমান পোল্যাণ্ডের ত্রাণকর্ত্তা হইলেও রাষ্ট্রের মাত্র একটি পদ লইয়া সন্তুষ্ট, আর মুসোলিনী ইটালীর মন্ত্রী সভার প্রায় সকল পদ আগুলিয়া

রহিয়াছেন। তিনি একাধারে প্রধান মন্ত্রী, বৈদেশিক সচিব, রণ-বিমান ও নৌ সচিব। উভয়েই জাতীয়তাবোধের বিগ্রহ। কিন্তু কার্য্যপদ্ধতিতে উভয়ের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পিলসুড্স্কী পোল্যাণ্ডে নিজের প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া আইন ও বিধি লাঞ্ছিত করেন নাই, মুসোলিনী অত শত বিধি বন্ধনের ধার ধারেন না, তিনি অগ্রে তাঁহার "ব্ল্যাক শার্টস্" ফৌজ দিয়া শাসনশক্তি দখল করিয়া লইয়া পরে রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলকে বলিলেন, আমার নাম করিয়া দাও প্রধান মন্ত্রী, আর ভাঙ্গিয়া দাও ঐ পার্লামেণ্ট! উভয়েই সৈনিক, উভয়েই কর্ম্মবীর, বাক্যবীর কেহই নহেন। উভয়েই সমাজতন্ত্রবিরোধী, বলশেভিকদের শত্রু। দরিদ্র পোলদের নিকট হইতে তাহাদের নেতা বেতন লন বার্ষিক মাত্র ২৫০০ ডলার (প্রায় ৮ হাজার টাকা), মুসোলিনী লন বার্ষিক ১০০০ ডলার (প্রায় সোয়া তিন হাজার টাকা)। মুসোলিনীর প্রকৃত দূরদৃষ্টি ও রাজনীতিক সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে, কিন্তু পোল নেপোলিয়নের বুদ্ধি কিঞ্চিত স্থূল, তিনি পিস্তল পরিচালনে যতটা কুশল, তত কুশল নহেন মগজ পরিচালনে। মুসোলিনীর বয়স এখন প্রায় ৪৩ বৎসর; পিলসুড্স্কী অপেক্ষা তিনি ১৬ বৎসরের ছোট হইলেও কি সামাজিক কি রাজনীতিক সকল সংস্কারে তিনি অধিকতর সিদ্ধ-বুদ্ধি। পোল-নেতা বাহিরের লোকের নিকট মুখ খুলিতেই লজ্জা পান। মুসোলিনী পাগলের মতন মোটর চালাইয়া মনকে স্ফূর্ত্তি দেন,

পিল্সুডস্কী স্ফূর্ত্তি পান শান্তভাবে এক আধটু আবাদ করিতে বা মৌমাছির চাষ করিতে।

১৯১০ সাল হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত যুবক ইটালী ফ্রিম্যাসন্‌রীর বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করে। অন্য দেশের মতন ফ্রিম্যাসন্‌রী ইটালীর কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষ নয়। একদল ধনী গোপনে গোপনে দেশের নানা স্থানে দল গঠিত করিয়া আপনাদের অভিষ্ট সিদ্ধির প্রয়াস করিতেছিল। তাহারা বাহিরে মস্ত মস্ত সাম্য মৈত্রীর সঙ্গীত গাহিত, অথচ ভ্রাতৃত্বে তাহাদের আদৌ কোন আস্থা ছিল না। দেশের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া সরকার সমর্থিত এই ধনী সম্প্রদায় অলক্ষ্যে জাতির জীবন রস শোষণ করিতেছিল। দেশের সাধারণ প্রজার পক্ষে যাহা অনুকূল তাহার সমস্ত বিষয়েরই ইহারা প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে। তাই জাতি তাহাদিগকে ঘৃণা করিত। বৈদেশিকশক্তি-সমর্থিত এই ধনিকদের কবল হইতে জাতীয়তা ধর্ম্ম ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য দরিদ্ররা লেনিনের সাম্যবাদ বরণ করিয়া লয়। কিন্তু রুষিয়ায় কাউণ্ট টলষ্টয় হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু চেষ্টা ও সংগঠনের ফলে যে সংগঠিত দরিদ্র সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সংগঠনের সুবিধা ইটালী পায় নাই, অথচ হঠাৎ বলশেভিক সাম্যবাদের প্রলোভনের ফলে নিরুপায় দরিদ্রগণ এমন সকল কার্য্য করিয়া বসিল যাহা সুপরিচালিত হইয়া দেশের কল্যাণকর হওয়া দূরে থাকুক, উপযুক্ত

নেতৃত্বের অভাবে, দেশকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যাইতে লাগিল। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ লইয়া বৈদেশিক শক্তিবর্গ আপনাদের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কমিউনিষ্টগণ ইটালীর দুই সহস্র মিউনিসিপালিটি অধিকার করিয়া বসিল বটে, কিন্তু ফলে ফ্রিম্যাসন্‌রীর সমর্থক ধনীদের সহিত দরিদ্রদেরও উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইল। মুসোলিনী প্রথমে এই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগদান করেন, কিন্তু উহার পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার ধারণা এই যে পারি-পার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক দেশে তদ্দেশের উপযোগী যে প্রতিকার আন্দোলন সুগঠিত হইয়া উঠে তাহা অন্যত্র চালান দেওয়া চলে না, অন্যত্র তাহার সুফল আশা করা বাতুলতা। তাই লেনিনের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে, এমন কি ইটালীতে তাহা সবলে দমন করিতে তিনি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কমিউনিজ্‌মের ভালটুকু তিনি গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কমিউনিষ্টদের মত তিনি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করিবার দিকে মন দিয়াছেন। তাহাদের অনুযায়ী ইটালীতে শ্রমিক সিণ্ডিকেট বা কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে, এমন সুন্দররূপে গঠিত হইয়াছে যে রুষিয়া তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। তবে কেমিউনিজ্‌মের সহিত ফ্যাসিজ্‌মের পার্থক্য এই যে কমিউনিষ্টরা চাহে ধনী সমাজকে অবনত করিয়া মাত্র দরিদ্রদের অধিকার প্রতিপন্ন করিতে, ফ্যাসিষ্টরা চাহে দরিদ্র

সমাজকে উন্নত করিয়া, দরিদ্রের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া ধনীদের সহিত সমান অধিকারে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে।) মুসোলিনী বলেন যে, এই শ্রমিকে ধনিকে কলহ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, কলহের ফলে বহু সিদ্ধিও হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিতে হইলে এখন সমাজের প্রতি স্তরের সহিত সহযোগিতা অপরিহার্য্য। স্তরে স্তরে এই সহযোগিতা না হইলে দেশের আর্থিক উন্নতি অসম্ভব, আর্থিক উন্নতি না হইলে দেশের কোন উন্নতিই সম্ভবপর হইবে না। ইটালীর ধনিক ফেডারেশনের সহিত শ্রমিক কর্পোরেশনের একটা মীমাংসা করিয়া, কর্পোরেশনগুলি যে শ্রমিকের প্রকৃত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান তাহা ধনিক ও সরকার উভয়েই মানিয়া লইয়াছে। এই কর্পোরেশন আজ প্রতি শ্রমিকের কার্য্যের জন্য জাতির নিকট দায়ী। এই সকল শ্রমিক প্রতিষ্ঠান এতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে যে ১৯২৫ সালের অক্টোবরে স্থির হয় যে সিনেটের কিয়দংশ পূর্ব্বের মতন রাজার মনোনীত না হইয়া শ্রমিক কর্পোরেশনগুলি হইতে নির্ব্বাচিত হইবে। ইটালীর Grand Council স্থির করিয়াছেন যে অন্যান্য মন্ত্রীর মতন একজন শ্রমিক মন্ত্রীও থাকিবেন, এই মন্ত্রী শ্রমিকে ধনিকে এবং শ্রমিক সরকারের সম্পর্কজাত সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান করিয়া দিবেন। অনেকে বলিয়া থাকেন মুসোলিনী শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সমর্থন করেন না। ইহা সত্য নহে। ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধ হইলেও তিনি এ কথাও বলিয়াছেন

যে, সময় সময় ধর্ম্মঘট ন্যায়সঙ্গত। যখন ধনিকের সহিত আপোষ সম্ভব হয় না তখন কর্পোরেশনগুলি ধর্ম্মঘট পরিচালিত করেন। ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে ধনিকদিগের Confederation of Italian Industries ও শ্রমিকদিগের Fascist Corporation পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছে। প্রত্যেক স্থানে শ্রমিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছে। শ্রমিকে ধনিকে বিবাদের আপোষ মীমাংসা না হইলে এই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপিল করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করিয়া দোষী পক্ষকে তাহার বিধান মানিয়া লইতে বাধ্য করে। তবে রেলওয়ে, টেলিফোন, টেলিগ্রাম প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মঘট করা একেবারে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করার অর্থ জাতি ও শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্থিত হওয়া।

ফ্যাসিষ্ট সিণ্ডিকেটি মুসোলিনীর কল্পনার জিনিষ নহে। মধ্য-যুগের প্রচলিত শ্রমিক সংঘের ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠা মাত্র। এই সংঘ বা গীল্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে কাহারও রাজনীতিক কোন অধিকার থাকিত না। আপনার রাজনীতিক অধিকার প্রমাণ করিতে কবি দাঁতেকে (Dante) বাধ্য হইয়া ঔষধ বিক্রেতাদের সংঘের সভ্য হইতে হয়। ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের পূর্ব্বে দেশ ধর্ম্মঘটে ধর্ম্মঘটে ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯১৯ সালে চাষীরা

ধর্ম্মঘট করিয়া ৩৩৪৬৮২৭ মজুরী-দিনের কাজ নষ্ট করে, অন্য শিল্পীরা কাজ করে নাই ১৮৩৮৭৯১৪ দিন। পরের বৎসর চাষী ধর্ম্মঘট বৃদ্ধি পাইয়া যায়, শিল্পীরা একটু সংযত হইলেও বিশেষ কোন শান্তভাব দেখায় নাই। কিন্তু মুসোলিনীর প্রভাবে আসিয়া শ্রমিকের সকল অসুবিধা অনেকটা দূর হইয়া গিয়াছে। ১৯২৪ সালে চাষাঁদের মাত্র ৪১৫০ দিন নষ্ট হইয়াছে, ১৯২৫ সালে একেবারে কোন গোলমাল হয় নাই। দেশের প্রাণ শ্রমিকদের আহ্বান করিয়া মুসোলিনী বলিয়াছেন—"ধর্ম্মঘট রীতিমত অপরাধ। একজন যদি আর একজনকে হত্যা করে, তাহার বিচার হয়। কারণ, হত্যাকারী সমাজের বিরুদ্ধে অপকর্ম্ম করিয়াছে। তেমনই ধর্ম্মঘট জাতির ধন-শক্তির বিরুদ্ধে এক মহা অপকর্ম্ম। তাই হত্যা ও ধর্ম্মঘটের শাস্তি এক হওয়া উচিত।"

মুসোলিনী জাতিকে আজ বসিতে দিতে চাহেন না। অলস ও অকর্ম্মাদের ধরিয়া ধরিয়া তিনি কাজ দিতেছেন। কাজ না করিলে কঠিন সাজা। একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ইটালীর বন্দরে বন্দরে কর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া জাহাজের এক কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে হঠাৎ এত উৎসাহ কোথা হইতে আসিল। কর্ম্মচারী সগর্ব্বে জবাব দেন—"আমরা ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করি। মুসোলিনী ট্রেড ইউনিয়নদের ডাকিয়া বলিয়াছেন যে, ইটালীর এই দারিদ্র্যের দিনে যদি তোমরা কাজ করা কর্ত্তব্য মনে না কর, তবে

আমি বলি সীমান্ত পার হইয়া গিয়া কমিউনিষ্টদের দলে যোগদান কর।”

অনেকে মনে করিতে পারেন মুসোলিনী কেবল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কড়াকড়ি করিয়াছেন। তাহা নহে। ধনিক ও মালিকরা শ্রমিকদিগের উপর যাহাতে যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন। ধনিকরা ইচ্ছা করিলেই এখন আর মজুরী কমাইতে পারে না, ইচ্ছা করিলেই শ্রমিকদিগকে জব্দ করিবার জন্য কার্য্য বন্ধ বা হ্রাস করিয়া দিতে পারে না, ইচ্ছা করিলেই খেয়ালখুসীতে হকের পাওনা আটক করিতে পারে না।

ধনিকদের সম্পর্কে মুসোলিনী বলেন—“আমরা ধনিক ও শ্রমিকের ঐতিহাসিক পার্থক্য অস্বীকার করি না। এই খানেই আমরা সোস্যালিষ্টদের বিরুদ্ধ। সোস্যালিষ্টরা বলে পুঁজি জিনিষটাই ভীষণ, আর পুঁজিদার কয়েদখানার শান্ত্রী। আমরা বলি অন্য কথা। আমরা বক্তৃতা করিলেই পুঁজিদার সমাজ পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া যাইবে না। যেখানেই ধনিককে উচ্ছেদ করা হইয়াছে, সেইখানেই আবার ধনিক ভিন্ন আকারে আবির্ভূত হইয়াছে। ধনিক চাই। তাহাদের দোষ সংশোধিত কর। কিন্তু এমন ধনিক চাই যাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব-জ্ঞান অনেকখানি আছে। ধনিকের উপর সহস্র সহস্র শ্রমিকের কল্যাণ নির্ভর করে।......ধন ও শ্রম পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি নহে,

দুইটি পরস্পর আপেক্ষিক শক্তি। একটি অন্যটি ব্যতীত চলিতে পারে না। সুতরাং এই দুই শক্তির সমতা ও সংযোগ না হইলে কোন রাষ্ট্র বা ব্যক্তি নিরাপদ নহে। আমাদের পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত কর দেখিবে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে।”

মুসোলিনীকে একরকম ইটালীর ‘রিসিভার’ বলা চলে। পরের সম্পত্তির পরিচালন করিতে যাইয়া সাধু ও সৎ রিসিভার যেমন নিঃস্বার্থভাবে কিসে সম্পত্তি রক্ষা হয় সেই দিকেই নিত্য লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিয়া যান, মুসোলিনীও সেইরূপ কিসে ইটালী শক্তি ও সম্পদে শ্রেষ্ঠ হইবে তাহাই মাত্র চিন্তা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে রেল বিভাগে প্রতি বৎসর ছয়কোটি ডলার লোকসান হইত, মুসোলিনী ১৯২৫ সালে এই বিভাগ হইতে এক কোটি ডলার লাভ দেখাইয়াছেন। ১৯২১ সালে ইটালী সরকারের ব্যয় হইতে আয় ১৮০০ কোটি লায়ার কম ছিল। মুসোলিনী ১৯২৫-২৬ সালে খরচ বাদে বার্ষিক তহবিল দেখাইয়াছেন ৩০ কোটি লায়ার।

দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তিনি জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। পূর্ব্বে এ বিষয়ে পৃথিবীতে ইটালীর কোন স্থান ছিল বলিয়া কেহ মনে করিত না। আজ জাহাজ নির্ম্মাণ ব্যাপারে ইটালী ইংল্যাণ্ডের সহিত পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রেশম বস্ত্র উৎপাদন করে, আজ ইটালী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। মুসোলিনীর কর্ম্মপটুতার

ফলে মিলানের নিকট মস্ত এক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ২৫ হাজার লোক দৈনিক এই রেশম উৎপাদন কার্য্যে ব্যাপৃত।

আগে ইটালী ইংরাজদের দেশ হইতে বস্ত্রাদি ক্রয় করিত, এখন মুসোলিনীর চেষ্টায় দেশে বস্ত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। কোন কোন বস্ত্র এখন ইংরাজী মূল্য অপেক্ষা অর্দ্ধেক দামে পাওয়া যায়। আগে ইটালীতে তুলা উৎপন্ন হইতই না। এখন যথেষ্ট তুলা উৎপন্ন হইয়া ব্যবহারের উদ্বৃত্ত তুলা দক্ষিণ আমেরিকায় রপ্তানি করা হইতেছে। মুসোলিনীর আমলে দেশের সম্পদ যে কত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার আর একটি প্রমাণ, ইংল্যাণ্ডে একখানা ছোট বাড়ীর দাম দুই হইতে আড়াই হাজার পাউণ্ড, ইটালীতে এখন তেমন বাড়ীর দাম ৮০০ হইতে ১২০০ পাউণ্ডের মধ্যে।

মুসোলিনীর এই সকল প্রচেষ্টার কথা পৃথিবীর কাহারও আজ অবিদিত নাই, তবু ইউরোপীয় পার্লামেণ্টারিয়ান ও তথাকথিত গণতন্ত্রবাদীরা প্রচার করিতেছে যে এই স্বেচ্ছাশাসক পৃথিবীর বক্ষ হইতে প্রতিনিধি শাসনের উচ্ছেদ করিতে চান। মুসোলিনী সত্য সত্যই পার্লামেণ্ট শাসনপদ্ধতি, বিশেষতঃ যাহা বর্ত্তমানে ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে প্রচলিত, তাহাকে ঘৃণা করেন। তাঁহার মতে এই সকল বৃহৎ বাক্‌যন্ত্রের কোন মূল্যই নাই। বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব না মানিয়া ইহারা সংখ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চায়। তিনি বলেন, "জনসংঘকে শিক্ষিত করিয়া তোল, তাহাদের বুদ্ধিমান কর,

বুদ্ধিমান করিয়া লইয়া তাহাদের বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বকে মানিয়া চল। কাজ হাঁসিল করিবার জন্য মিথ্যা করিয়া, তাহাদের রাজনীতিক বুদ্ধি আছে, ইহা বলিয়া স্তুতিবাদ করিয়া ফল কি? যাহারা স্বর্গের মস্ত মস্ত সুখের বক্তৃতা দেয়, মর্ত্যে তাহাদের দ্বারা এতটুকু সুখেরও সৃষ্টি হয় না।" মুসোলিনী বলেন যে—"চল্‌তি শাসনতন্ত্র তোমাদের দেশবাসীকে সুখ দিবার জন্য নহে, দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নহে। তোমাদের শাসনতন্ত্র কেবল দলবিশেষকে বাহবা দিবার জন্য, তোমাদের কাজ মাত্র দলে দলে কলহ সৃষ্টি করা। যেখানে শাসক-শক্তি নেতৃত্ব করিতে নারাজ, সেখানে নেতৃত্বের পথ উন্মুক্ত করিয়া লইয়া প্রকৃত দেশভক্তকে আপনার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে হইবে।" কেবল ইটালীর মুসোলিনী নয়, অতীতে ও বর্ত্তমানে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে যখনই অলস ও ক্লীব অধিকাংশের শাসন-শক্তি দেশের প্রকৃত কল্যাণের কথা না ভাবিয়া কেবল বাক্যের ঝঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে, তখনই এক একটি দেশভক্ত আপনার অসীম বুদ্ধি ও অপ্রতিরোধ্য চালন-শক্তির প্রভাবে দেশকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। লোক ইঁহাদের কর্ত্তা বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছে, টাইরাণ্ট্ বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছে, কিন্তু তাহা পথিস্থিত সারমেয় চীৎকারের মতন তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছেন। মুসোলিনী তাই তাঁহার দেশবাসীকে বলিয়াছেন—"আমার কোন রাজনীতি নাই, আমার এক কথা, কেবল দেশকে ভালবাস। ইটালীর স্বর্গীয়

সৌন্দর্য্যের প্রতি কণায় আমার দেশের প্রতি ভালবাসা বিজড়িত, সংগ্রাম দ্বারা জন্মভূমির সৌন্দর্য্যকে আমি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিব।······দেশের অতীত গৌরব রক্ষা করিতে ও ভাবী গৌরব বৃদ্ধি করিতে যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা ধর্ম্মতঃ বাধ্য।” তাই মুসোলিনী ও তাঁহার দেশভক্ত বীর অনুচরগণ যাহা করিতেছেন রাজনীতিক মতবাদের ঐতিহাসিক আচারের সহিত তাহার মিল না থাকিলেও, ইটালীর জন্য তাহা কল্যাণকর।

পার্লামেণ্টারিয়ান দেশগুলি তাহাদের দেশে ফ্যাসিজ্‌মের সফলতা না দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া গিয়াছে। সত্য বটে গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণী, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হাঙ্গেরীতে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন চলিয়াছিল এবং তাহা নিভিয়াও গিয়াছে এবং ইহাও সত্য যে দেশবিদেশে মুসোলিনীর ভক্তগণ বলিতেছেন যে মুসোলিনী ও ফ্যাসিজ্‌ম্ মাত্র ইটালীর জন্য নহে, উহা জগতের জন্য, কিন্তু মুসোলিনী পরিষ্কার বলিয়াছেন যে তাঁহার মতবাদ মাত্র তাঁহার জন্মভূমিরই জন্য, “উহাকে রপ্তানি করা চলিবে না (Fascism cannot be exported)।” অন্যত্র ইহার সাময়িক সাফল্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী সাফল্য মাত্র ইটালীতেই সম্ভব। কাজেই মুসোলিনীর নেতৃত্ব ও মতবাদের আলোচনা করিতে যাইয়া যাহারা ইটালীর বিশিষ্ট অবস্থার কথা না ভাবিবে তাহাদের চিন্তা সুসঙ্গত হইবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আত্মচিন্তাশূন্য মুসোলিনীর ব্যক্তিগত জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস বিশেষ পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া যায় তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। কারণ, দেশের কার্য্য ব্যতীত মুসোলিনী আপনার পৃথক কোন অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে করেন না। এই কার্য্যের জন্য তিনি সমস্ত ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। দেশ-সেবার নিকট তিনি সাংসারিক সুখ জলাঞ্জলি দিয়াছেন, অন্তরের কোমলতাকে দূর করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রীপুত্রের প্রতি আকর্ষণে যদি দুর্ব্বলতা আসিয়া যায় তাই তাঁহাদিগকে তিনি চক্ষুর সম্মুখ হইতে দূরে রাখিয়া দিয়াছেন।

মুসোলিনীর স্ত্রী সিনোরিনা বাশেল লোম্বার্ডী কন্যা এডা এবং দুই পুত্র ভিটোরিয়া ও ব্রুনাকে লইয়া মিলানে অবস্থান করেন। স্বামীর সহিত তাঁহার এক প্রকার দেখা শুনাই হয় না। এই সম্বন্ধে কে একবার প্রশ্ন করিলে মুসোলিনী বলেন—

"সাধারণের সেবক জন্মিয়াই সাধারণের সম্পত্তি হইয়া যায় ······কবি যেমন তেমনি ইহারা আপনার পরিণাম আপনারাই সৃজন করে; তাহাদের নিষ্কৃতি নাই······যখন কেহ সকলের হইয়া যায়, তখন আর বিশেষ কাহারও হইয়া থাকিতে পারে না।" অনেকে বলিয়া থাকেন যে মুসোলিনী যে মিলানে যান না, বা স্ত্রীকে সঙ্গে রাখেন না তাহার কারণ এই যে, অতীতে ইটালীয়ান মন্ত্রীগণ নারী-ঘটিত ব্যাপারে দেশের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেন। তাই বিবাহিত হইয়াও মুসোলিনীকে নারীসম্পর্কশূন্য জীবন অতিবাহিত করিতে হইতেছে। অন্তরের কোমল বৃত্তিকে বিদূরিত করিবার জন্য এই কঠোর বৈরাগী যে সকল খেয়াল দিয়া আপনাকে আবৃত রাখিতে চেষ্টা করেন তাহা প্রকৃতই অদ্ভুত। তাঁহার নর-কপালের মসীপাত্র আর তীক্ষ্ণ ছুরিকার পেপার-ওয়েট হইতে প্রিয় সিংহ লইয়া ক্রীড়া করা সকলই অদ্ভুত!

মুসোলিনীর চক্ষু দুইটি অত্যন্ত উজ্জ্বল। যাহার দিকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, মনে হয় তাহার অন্তরের সমস্ত কথা যেন অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়া লইতেছেন। তাঁহার মুখভাব দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

মাথায় টাক্, চুল এক রকম নাই বলিলেই চলে। বিশাল বক্ষ। সুদৃঢ় স্কন্ধ। সমস্ত শরীরটা মাংসল ও লৌহবৎ দৃঢ়। কণ্ঠের স্বর গভীর ও গম্ভীর। প্রত্যেক কাজ ও কথায় একটা নাটকীয় ভাব বিদ্যমান। মুসোলিনী দিনে পনর ঘণ্টা যেমন অক্লান্তভাবে খাটিতে পারেন, ভগবান তাঁহার শরীরটিকেও তেমনই দিয়াছেন। ইহা সত্য বটে যে তিনি duodenal ulcerএ ভুগিতেছেন কিন্তু চিকিৎসকবর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও বিশ্রামের সময় তিনি করিয়া লইতে পারেন না, একটুকু পথ্যের দিকে মাত্র নজর দিতে পারিতেছেন।

ভোর ছয়টায় উঠিয়া তিনি এক ঘণ্টা অশ্বারোহণে বেড়াইয়া আসেন। তাহার পর কিছুক্ষণ তলোয়ার খেলেন। কোন কোন দিন বহুদূর মোটর গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া আসেন। গাড়ী নিজেই চালান, কিন্তু বেশ বিচক্ষণ ড্রাইভার হইলেও কখনও ধীরে সংযত হইয়া চালান তাঁহার ধাতে লিখে নাই। ঠিক আটটার সময় তিনি আফিসে আসিয়া বসেন। পৃথিবীর কোনও প্রধান মন্ত্রী এত সকালে আফিসে বসেন না। ইউরোপের মন্ত্রীদের নিকট আটটা ত ভোর!

কেহ যদি মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়, তাঁহার একটা অভ্যাস আছে যে, তিনি সাক্ষাৎকারীকে কখনও আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন না। একবার প্রসিদ্ধ ইটালীয়ন অভিনেতা য়্যাঞ্জেলো মুস্কো (Angelo Musco) তাঁহার সহিত

দেখা করিতে যান। অভিনয় সম্বন্ধে জোর আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু মুস্কো তখনও আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই। মুস্কো শেষে বাধ্য হইয়া বলিয়া ফেলেন—"এটা 'বার' হইলে না হয় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইতে পারিতাম! এখন কি আমি আসন গ্রহণ করিতে পারি?" লজ্জিত হইয়া মুসোলিনী তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। সময় সময় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আগন্তুকের সহিত কথা বলেন।

মুসোলিনী ইংরাজী তত ভাল না জানিলেও জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষায় বেশ তাড়াতাড়ি কথা বলিতে পারেন। তাঁহার ইংরাজী শিখিবার একটি গল্প আছে। প্রথম লোজান কনফারেন্সে লর্ড কার্জ্জনের সঙ্গে লেডী কার্জ্জনও গিয়াছিলেন। ইংরাজী বলিতে পারেন না এইজন্য লেডী কার্জ্জন মুসোলিনীকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন। উত্তরে তিনি বলেন—"দেখিবেন তিন মাসের মধ্যে আপনাকে ইংরাজীতে পত্র লিখিব।" ঠিক তিনমাস পর লেডী কার্জ্জন বিলাতে মুসোলিনীর নিকট হইতে ইংরাজীতে লেখা একখানি পত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইংরাজী এখনও তিনি ততটা বলিতে পারেন না; কোন বিশেষ কথা বলিতে হইলে ইংরাজী বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ দিয়া সহসা ফরাসী বা জার্ম্মাণ ভাষা বাহির হইয়া পড়ে।

তাঁহার সহিত কথা কহিতে যাওয়া এক মহা মুস্কিলের ব্যাপার। ইটালীর বাহিরের কেহ দেখা করিতে গেলে মুসোলিনী পাল্টা

প্রশ্ন করিয়া করিয়া প্রশ্নকর্ত্তাকে অস্থির করিয়া তোলেন। ইংল্যাণ্ডের মিঃ লয়েড জর্জ্জেরও এই অভ্যাস। রাজনীতিক বিষয় লইয়া আলাপ করিতে গেলে তিনি প্রথমে হিণ্ডেনবার্গ, কেমাল পাশা ও ট্রট্স্কীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। একবার কোন সংবাদপত্রের রিপোর্টার তাঁহাকে বলেন—"ট্রট্স্কী আমাকে বলিয়াছেন যে ইহার পরই যে যুদ্ধ বাধিবে তাহা ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায়।" জবাবে তৎক্ষণাৎ মুসোলিনী বলিয়া বসেন—"অসম্ভব!"

সাধারণের নিকট বক্তৃতা করিবার সময় মুসোলিনী পরিষ্কার সহজ কথা আন্তরিকতাপূর্ণ সরলতার সহিত বলিয়া যান। তাঁহার লেখার মধ্যেও এই ভাব পূর্ণ বিদ্যমান থাকে। বিচার করিয়া করিয়া অত তেজোপূর্ণ ভাষায় লিখিবার মত শক্তি গোটা ইউরোপে তাঁহার মত আজ আর কাহারও নাই।

সাহস ও সরলতার আর এক নাম মুসোলিনী। তিনি বীর, তিনি দুঃখকে ভালবাসেন, বার বার মরণকে আলিঙ্গন করিয়া ধরেন, প্রলয় তাণ্ডবে তিনি মাতিয়া উঠেন। তাঁহার এক কথা—"সূক্ষ্ম বিচারবিদ্ তোমরা নেতি নেতি করিয়া বিপদের পথ হইতে দূরে থাকিয়া নিরঙ্কুশভাবে আত্মরক্ষা করিয়া চল, আমার চলিবার পথ কিন্তু ভীষণতার মধ্য দিয়া।" তাই প্রতিক্ষণে আততায়ীর গুলীতে নিহত হইবার ভয় থাকিলেও নির্ভীক মুসোলিনী সম্মুখসম্প্রসারিত পথে অগ্রসর হইয়াছেন। কতবার তাঁহাকে লোকে হত্যা করিতে

গিয়াছে, অপরাধী ধৃতও হইয়াছে, মুসোলিনী কিন্তু আপনার কথা না ভাবিয়া ক্রুদ্ধ জনতার হস্ত হইতে অপরাধীকে মুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। সিসিলীর মাফিয়াদের মত অত বড় ভীষণ গুপ্ত দস্যু সমিতি ইউরোপে আর ছিল না। দেশের পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত পুরুষদের গুপ্ত নিয়ন্ত্রণে গোপনে হত্যা সংসাধন ও পরের কুৎসা প্রচারই মাফিয়াদের কার্য্য। এই মহা পিশাচ দলকে ইটালী হইতে নির্ম্মূল করিবার জন্য মুসোলিনী বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এক সপ্তাহে ২৬৯ জন মাফিয়া ধৃত হয়। ইহাতে তাঁহার উপর দস্যুদের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইয়া যায় এবং গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহার নিহত হইবার সম্ভাবনা অধিকতর হইতে থাকে ১৯২৬ সালের ৭ই এপ্রিল ভায়োলেট জিব্‌সন্‌ নামে এক আইরিশ নারী (লর্ড য়্যাশবোর্ণের ভগ্নী) তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে। সামান্য আহত হইলেও মুসোলিনী বাঁচিয়া যান। উদ্বিগ্ন নরনারীকে শান্ত করিবার জন্য সেই সময় একটি সুচিত্রিত পোষ্টকার্ড বাহির করা হয়। ছবিতে আছে—ফ্যাসিষ্ট প্রতীকের উপর হইতে ইটালীর ধ্রুবতারার রশ্মি আসিয়া মুসোলিনীর মস্তকের উপর দেবজ্যোতিঃ সৃষ্টি করিয়াছে। কার্ডের উপর লেখা আছে—

"ডিউস্‌ নিরাপদ!
ইটালী চিরজীবি হউক!"
স্বাঃ (ডাচেস্‌) এলেনা ডি আওষ্টা

"ডিউস !

যে বর্ব্বর তোমার জীবননাশের চেষ্টা করিয়াছিল, সে চেষ্টা তোমার উপর করে নাই, করিয়াছে ইটালীর উপর। ভগবান তোমার কার্য্যকে জয়যুক্ত করিয়াছেন, তাই, তিনি তোমাকে রক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্বেও একবার তুমি বীরের মতন বিপক্ষের নিকট আপনার হস্ত আগাইয়া দিয়াছিলে। আজ আর বিপক্ষ কেহ নাই, আছে মাত্র শত্রু ! তুমি ত আর এখন কোন দলবিশেষের প্রতিনিধি নও, আজ তুমি ইটালীর প্রতিনিধি—তাই যে তোমাকে চাহে না সে ইটালীকেও চাহে না।

যাহারা আপনাদিগকে ইটালীয়ান বলিয়া মনে করে, খৃষ্টের মতন সকলের অপরাধ ভুলিয়া গিয়া, তাহাদের তুমি বরণ করিয়া লও। তোমার বিজয়কেতন দেশবাসীকে ঘিরিয়া উড্ডীন হইতেছে। যাহারা এই পতাকার নিকট হইতে দূরে সরিয়া আছে ভগবান ও দেশমাতৃকার অভিশাপ যেন তাহাদের উপর পতিত হয়।

জয় সিজর ! দেশবাসীর নমস্কার গ্রহণ কর !"

এই বৎসর ১১ই সেপ্টেম্বর রোমে গিওভানি নামে এক ইটালীয়ান যুবক তাঁহার মোটরে বোমা মারে। ৩১শে অক্টোবর বোলোনাতে আর একবার হত্যার চেষ্টা হয়। প্রত্যেক বারই মুসো-লিনী বাঁচিয়া যান। এই সকল দেশদ্রোহী প্রচেষ্টার প্রতীকার চেষ্টা যে ইটালী করে নাই তাহা নহে। নির্ভীক মুসোলিনী সমস্ত বিপদ

তুচ্ছ করিলেন, দেশবাসী কিন্তু সে কথা না মানিয়া সুযোগ পাইলেই প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিয়াছে। সংবাদপত্রমহল অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করিয়াছে। চরমবাদী ফ্যাসিষ্ট পত্রিকাগুলির জবাবে বিপক্ষদলও লোককে উত্তেজিত করে। ফলে ক্ষুব্ধ জনসঙ্ঘ রোম, নেপল্‌স্‌, মিলানের অনেক লেখকের গৃহ এবং সংবাদপত্র আফিস চড়াও করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে এই সকল প্রচেষ্টা মুসোলিনীর ইচ্ছায় হইয়াছে। কিন্তু শৈশব হইতে সংবাদপত্রসেবী মুসোলিনীর পক্ষে ইহা যে অসম্ভব তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন না। তবে দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লিবারালদের অনেক সময় দমন করিতে হইয়াছে। ১৯২৫ সালের ৫ই নভেম্বর মুসোলিনীকে হত্যা করিবার জন্য সিনর জানোবোনি সর্ব্ব প্রথম চেষ্টা করেন। বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে ২০০ লোক একত্রে মুসোলিনীর প্রাসাদের চারিধার আক্রমণ করিবে; কিন্তু ষড়যন্ত্রীরা লোকজন আর সংগ্রহ করিতে পারে নাই। জেকো শ্লোভাকিয়ার সমাজতন্ত্রীগণ এই হত্যার জন্য নাকি ৩ লক্ষ ফ্রাঙ্ক সিনর জানোবোনির হস্তে প্রদান করেন।

মুসোলিনীর জীবনের উপর ছয়টি আক্রমণের কথা চিন্তা করিয়া একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"একজনের উপর অতখানি ক্ষমতা দিয়া রাখা কি নিরাপদ? যদি একজনের পতন হয় তাহা হইলে সমস্ত ব্যাপারটাই নষ্ট হইয়া যায়।"

উত্তরে ইটালীর একচ্ছত্র পুরুষ বলিয়াছিলেন—"প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ আন্দোলনের প্রতিনিধি-পুরুষ থাকিবেই। আন্দোলনের সকল আঘাত তাহাকেই সহ্য করিতে হইবে, সমস্ত অমঙ্গল তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে, এই আন্দোলনের অগ্নিতে তাহাকে দগ্ধ হইতে হইবে, ইহার ভাবশিখায় তাহাকে ভস্ম হইতে হইবে। ফ্যাসিষ্ট বিপ্লবের বৈজয়ন্তী এখনও আমার হস্তে উত্থিত। সকল শক্তির বিরুদ্ধে আমি ইহা উদ্যত করিয়া ধরিয়া রাখিব উচ্চে—অতি উচ্চে, ইহাতে আমার শোণিত বিন্দু বিন্দু করিয়া দান করিব—আমার জীবন বলি স্বরূপ উৎসর্গিত করিব। কিন্তু আমিই ত ফ্যাসিজ্‌ম্ নহি। আমি মাত্র মুখপাত্র। পূর্ণ অংশ অপেক্ষা বড়। ফ্যাসিজ্‌ম্ মুসোলিনী অপেক্ষা অনেক বড়। আমার পরও আমার কার্য্য বাঁচিয়া রহিবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এইবার আমরা মুসোলিনীর নিজের কথায় তাঁহার কয়েকটি মতামত দিতে চেষ্টা করিব।

একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—"আপনি কি মনে করেন যে পৃথিবীতে যুদ্ধ অপরিহার্য্য ?" উত্তরে মুসোলিনী বলেন—

"পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চলে। কিন্তু যুদ্ধ ব্যাপার যাহা কেনের (Cain) আদিম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে তাহা বুঝাইয়া বলা চলে না, অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত কেহ উহার ভাষ্য করে নাই। রেনান এক সময় বলিয়াছিলেন যে মানব-সভ্যতার মূলই হয়ত সংগ্রাম। আমরা সকলেই সংগ্রামের মধ্য দিয়া

বাঁচিতেছি, আমি নিজেও সৈনিক সাজিয়া লড়াই করিয়াছি, কিন্তু ইহার শেষ পরিণাম কোথায় তাহা বলিতে পারি না। সেই বিশ্ব সংগ্রামের পরেও আমরা পাইলাম রুষে ও পোল্যাণ্ডে, গ্রীসে ও তুরস্কে ছোট ছোট লড়াই। যুদ্ধটা যেন ঝঞ্ঝা, কখন যে আসে কিছু ঠিক ঠিকানা নাই।..... ইলেক্‌ট্রিক রেলওয়ের প্রবর্ত্তন করাও যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হওয়া, নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ করাও যুদ্ধের আয়োজন, জাতির ইতিহাস পঠন-পাঠনও যুদ্ধের আয়োজন, নেপোলিয়নের সমাধির যে গৌরব তাহাও ফরাসীরা বলিয়া থাকে যুদ্ধের আয়োজন। কিন্তু যদি মানুষ শান্তির কামুকতায় ডুবিয়া থাকে, যদি মানুষ কায়িক সুখমাত্রসর্ব্বস্ব শান্তিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া কেবল আপনাদের অঙ্গ কোমল এবং চিত্ত দুর্ব্বল করিতে লাগিয়া যায়, তবে এই সকল অয়োজনও কাজে আসে না। যুদ্ধের আয়োজনের মধ্যে অনেক সামাজিক ও সভ্যতাগত ব্যাপার আছে। যতদুর সম্ভব যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে পারাই ভাল, কিন্তু নিবারণ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান চিত্ত ও শক্তিমান চরিত্রের প্রয়োজন।"

যুদ্ধের সরঞ্জাম কমাইয়া বিংশ শতাব্দীর লোককে যুদ্ধে বিরত করা সম্ভবপর কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—

"ইহা মনে করিয়া থাকিলে জার্ম্মাণীকে অস্ত্রহীন করিয়া ভার্সেলিস্ সন্ধির স্রষ্টাগণ মহাভুল করিয়াছেন। জাতির মনুষ্যত্ব

ধ্বংস না করিয়া তাহাকে অস্ত্রহীন করা চলে না। যুদ্ধের ফলে অনেকে হয়ত বুঝিয়াছেন যে মানুষের অপেক্ষা যন্ত্রপাতির প্রভাবই বেশী। সমাজ, শাসনতন্ত্র ও সামাজিক আচার পদ্ধতি বাহ্য ভোগ সামগ্রী উৎপাদনের জন্য নহে। উহাদের উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠ নর নারী সৃষ্টি করা। পরিণামে সকল শাসক ও শাসনতন্ত্র এই বিচারেই আসিয়া উপনীত হন। ... মানুষই যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করে, যন্ত্রপাতি মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে না। এক বৎসরে একটা যন্ত্র তৈরী করা যায়। ফ্রেডারিক দি গ্রেট হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার সৈন্যদলের নিম্নতম স্তরের একটা মানুষ তৈয়ারী করিতেও পূর্ণ আঠার বৎসর লাগিয়াছিল। ঠিক ঠিক মানুষ তৈয়ারী করিতে আরও আঠার বৎসর লাগিয়া যায়।"

মানুষের পার্থক্য সম্বন্ধে মুসোলিনী বলেন—

"পূর্ব্বকালে যখন মানুষ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া বেড়াইত, তাহারা নানাস্থানের মানবের পার্থক্য দেখিতে পাইত। বর্ত্তমান যুগে লোকে সকল দেশের অধিবাসীকেই এক প্রকার দেখিতে চায়, অর্থ-কুলীনরা সমগ্র দুনিয়ার পৃথক জীবনকে এক দেখিতে চায়, একই সুরে সকলের সুর বাঁধিয়া দিতে চায়। তাই একই সংবাদ আমরা সর্ব্বত্র হইতে প্রাপ্ত হই, সর্ব্বত্র একই খাদ্য খাই, একই পোষাক পরিধান করি। ফ্যাসিজম্ ইহা বিশ্বাস করে না। মানুষের স্বভাবগত পার্থক্য আমরা বিশ্বাস করি।"

গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার মত—

"গণতন্ত্র পূরা যে কি চায় তাহার অর্দ্ধেকই কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু যখন বলিতে পারে তখন গণতন্ত্রের শক্তি অপ্রতিরোধ্য হইয়া পড়ে। তাই গণতন্ত্রের প্রথম কথাই হইল, উহা প্রকৃত কি চাহে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা।"

নারী-সমাজ হইতে দূরে দূরে থাকিলেও নারী-সমস্যা সম্বন্ধে মুসোলিনীর মতামত কম মূল্যবান নহে। তিনি বলেন—

"নারীর রাজনীতিক প্রভাব বৃদ্ধি হইতে দেখিলে আমি ভীত হই না। অনেকে ভয় করেন যে মেয়েদের রাজনীতিক প্রভাব বৃদ্ধি হইলেই সংসারে প্রলয় হইবে। আমি তাহা স্বীকার করি না। মেয়েদের সমস্যা আলোচনা করিবার সময় প্রথম দেখিতে হইবে কোন্ শতাব্দীতে আমরা আছি। যখন বর্ত্তমান শতাব্দীতে আমরা রহিয়াছি, তখন অতীত যুগের দোহাই দিয়া না চলিয়া বর্ত্তমান যুগের রীতি অনুযায়ী চলাই আমাদের শোভন।

"নর বড় কি নারী বড় এই আলোচনায় কি লাভ হইবে আমি বুঝিতে পারি না। তবে আমি বলিব যে নারীর synthesis করিবার শক্তি নাই। নারীর গঠন শক্তি কম। আবার তাহাদের সহজাত বুদ্ধি নরের গঠিত বুদ্ধির অপেক্ষা অনেক সুন্দর। গঠিত বুদ্ধি একটি অশ্বেও খাটাইতে পারে, কিন্তু সহজাত বুদ্ধি খাটাইতে পারে মাত্র নারী। এই সহজাত বুদ্ধিতেই নারী রাজ-

নীতি ও রাজনীতিককে বিশ্বাস করিতে পারে না। আমার মনে হয় যে যদিও নারীর ভোটাধিকার দুনিয়ার সর্ব্বত্র প্রচলিত করিয়া দেওয়া যায় তবু অর্দ্ধেক নারী সেই অধিকার কার্য্যতঃ উপভোগ করিতে অগ্রসর হইবে না।

"মেয়েদের ভোটাধিকার প্রসঙ্গে গণতন্ত্র বা কুলীনতন্ত্রের কোন প্রশ্ন উঠে না। প্রমাণ চাও? পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গণ-তান্ত্রিকদেশ. আমার বিশ্বাস, সুইজার্ল্যাণ্ড। তবু সুইজার্ল্যাণ্ড মেয়েদের ভোটাধিকার দেয়নি। বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না যে স্পেনে কুলীনতন্ত্র প্রবল, তবু স্পেন মেয়েদের ভোটাধিকার প্রদান করিয়াছে বলিয়া সেই স্থানের সমাজ ধ্বংস হইয়া যায় নাই।

"নারীদের ভোটাধিকারে আমার কোনও আপত্তি নাই; তবে ইহার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। নারী ভোটাধিকার পাইলেই পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে না। কারণ, মেয়েরা পুরুষ হইতে ভিন্ন ধরণের হইলেও কিছু সামঞ্জস্য উভয়ে যে নাই তাহা নহে। ভোটাধিকার অপেক্ষা আত্মসংযম বিশেষ প্রয়োজনীয়। নরনারী কি ভাবে ভোট দিবে তাহার উপর বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের ধারা নির্ভর করিবে না, যতটা নির্ভর করিবে তাহাদের কাজের উপর।"

১৯০৪ সালে মুসোলিনীর বয়স প্রায় একুশ বৎসর। সেই সময় তিনি (২৫ শে মার্চ্চ) লোজানে পিপ্ল্স প্যালেসে ঘোষণা করিয়া

দেন যে তিনি কোন ধর্ম্মকে বিশ্বাস করেন না। ১৯১৩ সালে তাঁহার "The True John Huss' forgotten" পুস্তিকার ভূমিকায় লেখেন—"এই পুস্তক পাঠ করিয়া পাঠকের চিত্তে—ধর্ম্ম বা লৌকিক সর্ব্ববিধ অত্যাচারের প্রতি ঘৃণাভাব জাগ্রত হইবে।" ১৯১৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মিলানে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন—"পৌত্তলিক জাতি যুদ্ধ পছন্দ করে, তাহারা পছন্দ করে—জীবন ও সংগ্রাম, পৌত্তলিক জাতি অন্ধভাবে তথাকথিত প্রাপ্ত-সত্য মানিয়া লয় না, পৌত্তলিক জাতি সর্ব্বতাপহর অলৌকিক পন্থায় বিশ্বাস করে না। তাই আমার ঐ পৌত্তলিক জাতিকেই ভাল লাগে!" তবু বর্ত্তমানে ইটালীর অন্ধ ক্যাথলিক ধর্ম্মে তিনি কেন যে অনুরক্ত তাহা তাঁহার ১৯২১ সালের ২১শে জুনের বক্তৃতাতেই বুঝাইয়া দিয়াছেন—"আমি আবার বলি যে ল্যাটিন-জগতের সহজাত চরিত্র, রোম সাম্রাজ্যের অতীত স্মৃতির বর্ত্তমান প্রতিনিধি হইল ঐ ক্যাথলিক ধর্ম্ম।"

বিশ্বসভ্যতায় ফ্যাসিষ্টবাদ কি দান করিল তৎসম্বন্ধে মুসোলিনী বলিয়াছেন—

"ফ্যাসিজ্‌ম্ মনুষ্য-সমাজকে অনেক অন্ধ গলি হইতে পথ দেখাইয়া ফিরাইয়া আনিতেছে। নূতন ভাবে এই মতবাদ ধনিকে শ্রমিকে সামঞ্জস্য সংসাধিত করিতেছে। ধনিক ও শ্রমিক শক্তি এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে রাষ্ট্রশক্তি তাহাদের সহিত আঁটিয়া

উঠিতে পারিতেছে না। পার্লামেণ্টারী শাসন-ধাত্রী এই দুই অবাধ্য দৈত্যশিশুকে বশে আনিতে পারিতেছে না। ফ্যাসিজ্‌ম্ তাহা পারিয়াছে।

"সমাজটা এতদিন একটা বাহ্য চাকচিক্যময় জলার মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছিল। ফ্যাসিজ্‌ম্ আসিয়া সমাজের মধ্যপন্থা ও নরমবাদের ছেলে-ভুলান গল্পকে বাতিল করিয়া দিল। এই নূতন শৃঙ্খলার জন্য জগৎ এই মতবাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আজ ফ্যাসিজ্‌ম্ একটা দল, একটা জাতীয় সৈন্যবাহিনী, একটা সমবায় শক্তি, একটা কর্পোরেশন, একটা পরিপূর্ণ সমাজ! ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে, ফ্যাসিজ্‌ম্‌কে আরও কিছু হইতে হইবে। ফ্যাসিজ্‌ম্ হইবে একটা বাঁচিবার ধরণ, একটা জীবনযাত্রার পদ্ধতি।

"ফ্যাসিজ্‌ম্ খাঁটি ইটালীয়—ইহা ইটালীর নিজস্ব সম্পদ। অন্য দেশ তাহাদের মুক্তির পথ নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইবে। প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া এবং প্রকৃতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র হওয়া চাই। অন্য কোন দেশ ফ্যাসিজ্‌ম্ অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে না, তবে আমাদের মতন এমন একটা পদ্ধতি তাহারা বাহির করিতে পারে যাহা তাহাদের নিজ নিজ রুচি ও চরিত্রের সহিত খাপ খায়। জগৎকে রক্ষা করিতে হইলে অতিমাত্রায় পার্লামেণ্ট-শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সভ্যতার অভিশাপই হইল অতিরিক্ত পার্লামেণ্ট-শাসন।

"আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রশাসনে কার্য্যনির্ব্বাহক শক্তির উপযুক্ত আসন তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া। কার্য্যনির্ব্বাহক শক্তি হইল জাতীয় জীবনের প্রতিনিধি, ইহা হইল জাতির ইচ্ছাশক্তির প্রমাণ স্বরূপ। ইহার সম্মুখে চিরদিনই এমন সব সমস্যা আসে যাহা চিরদিনই সমাধান করিয়া দিতে হয়। জাতীয় প্রভুত্বের প্রতীক এই কার্য্যনির্ব্বাহক শক্তি সরকারের অন্য কোন বিভাগের পদতলে বিমর্দ্দিত হইতে পারে না। এই বিভাগ শাসনচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়া নিয়মিতভাবে তাহাতে তৈল প্রদান করিতে থাকিবে। কোন রূপেই রাষ্ট্রের এই কার্য্যনির্ব্বাহক শক্তিকে অন্যের ক্রীড়নক পুত্তলিকা শ্রেণী করিয়া রাখা চলে না। ফ্যাসিজ্‌ম্‌ ইহাই বলিয়াছে এবং ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছে।"

তবে ফ্যাসিজ্‌ম্‌ কি বলশেভিজ্‌মের মতনই আর একটি বিপ্লববাদ? এই প্রশ্নের উত্তরে মুসোলিনী বলিতেছেন—

"নিশ্চয়ই! ইটালীর সম্মুখে বলশেভিকবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদ দুই-ই ধরা হইয়াছিল। সে বাছিয়া লইয়াছে ফ্যাসিষ্টবাদ। অবশ্য ফ্যাসিজ্‌ম্‌ নূতন কিছু দিয়াছে, বলশেভিজ্‌ম্‌ তাহা দেয় নাই।

"কমিউনিজ্‌মের পরীক্ষাক্ষেত্র হিসাবে রুষিয়াকে দেখিতে বেশ লাগে। আজ বলশেভিক প্রধানগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছেন যে কমিউনিজ্‌ম্‌ নিষ্ফল হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে কমিউ-

নিজমের সাম্যবাদ ব্যবহারিক জীবন ও ঐতিহাসিক শিক্ষার বিপরীত। প্রকৃতি সাম্যের বিরোধী, অসাম্যের উপরই প্রকৃতির আসন গড়িয়া উঠিয়াছে।”

এই সকল মহাপুরুষ জীবিতকালে পৃথিবীর নিকট হইতে যথোপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হন না। যতদিন তাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন, সমালোচকগণ বাক্যবাণ হানিয়া তাঁহাদের অসীম প্রভাব খর্ব্ব করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু জগৎ হইতে সহসা যখন এই সকল দিক্‌পাল খসিয়া পড়ে, তখনই সমর্থক ও সমালোচকগণ তুল্যরূপে শোকে মূহ্যমান হইয়া পড়ে। অসীম শক্তির আধার প্রাণবান কিশোর যেমন আপনার চঞ্চলতা দিয়া সমস্ত সংসারকে জাগ্রত ও প্রাণবন্ত করিয়া রাখে, তেমনি মুসোলিনীর মতন নিত্য-কিশোরের লীলায় আজ জগৎ প্রাণবান। পৃথিবীর নিখিল জাতিকে প্রাণের দীক্ষা দিবার জন্য তাঁহার আগমন। ব্যক্তিগত চরিত্র দিয়া তিনি যে তাঁহার জাতির চরিত্র গঠিত করিয়া দিলেন, আপনার প্রাণ ঢালিয়া যে জাতির মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া তুলিলেন জগতে তাহার তুলনা বেশী মিলে না। তাই সেদিন আইরিশ জাতীয় দলের একখানি পত্রিকা বলিয়াছেন—“লেনিনের মৃত্যুর পর মুসোলিনী ব্যতীত অন্য কোন রাজনীতিবিদ্ ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত জাতিগত ইচ্ছার পূর্ণ সমন্বয় করিতে পারেন নাই।”

অভাবগ্রস্ত ইটালীর কাঙালরা যেমন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অন্ন পাইল, হয়ত তেমন সৌভাগ্য হয় নাই বলিয়া, তেমন রাজনৈতিক বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা গঠিত হয় নাই বলিয়া অন্য দেশের অন্নহীনরা সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদকে আশা ও আশ্রয়ের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছে। কিন্তু দেশের ধাতুগত বৃত্তির অনুমত আন্দোলন না হইলে যে তাহা ব্যর্থ ও কুফলপ্রসূ হইয়া থাকে মুসোলিনী ও বর্ত্তমান ইটালী তাহা আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দিয়াছে।

একবার এক সংবাদপত্র প্রতিনিধি (The Saturday Evening Post) মুসোলিনীর মতবাদে ও ব্যক্তিগত আচরণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আমেরিকায় লইয়া যাইতে চান। মুসোলিনী ধন্যবাদ দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"এখন অবসর কৈ! যাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহা কি কখনও ঘটিয়া উঠিবে?"

তাঁহার এই উত্তরের মধ্যে এমন একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদভাব মিশ্রিত ছিল যেন তিনি মনে করিতেছিলেন যে মাতা ইটালীর সেবা সাঙ্গ করিয়া আপনার ব্যক্তিগত আনন্দ উপভোগের অবসর তাঁহার আর মিলিবে না। মিলিবে মাত্র সেই দিন, যেদিন কাণ্ডারীর স্কন্ধে সকল কর্ম্মফল ফেলিয়া দিয়া তিনি বলিতে পারিবেন—

"অব শিব পার কর মেরা নেইয়া!"

মুসোলিনী

মুসোলিনীর মত নেতা পাইয়া ইটালী গৌরবান্বিত। আর দুর্ভাগ্য ভারত দোলাচল চিত্ত নেতৃত্বের দুর্ব্বলতায় আজ নির্জ্জীব! ভগবান জানেন আমাদের দেশে লেনিন. মুসোলিনী পিল্‌সুডস্কীর মত পুরুষের আবির্ভাব হইবে কিনা!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্টে বর্ত্তমান ইটালী সম্বন্ধে একটা পরিচয় দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শাসনতন্ত্র—ইটালীর বর্ত্তমান রাজার নাম তৃতীয় ভিটোরিয়া ইমানুয়েল (Vittoria Emanuele III)। রাষ্ট্রের executive বা কার্য্যনির্ব্বাহক ক্ষমতা সম্পূর্ণ রাজার। তিনি মন্ত্রীদের যোগে রাজ্য পরিচালিত করেন! Legislative বা ব্যবস্থাপক-শক্তি রাজা ও পার্লামেণ্টের হাতে। পার্লামেণ্টের দুই সভা—সিনেট ও ডেপুটি সভা (Camera-de-Deputati)। উচ্চ সভা সিনেট ২১ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক রাজপরিবারের কুমারগণ (ইঁহারা ২৫ বৎসর বয়সে ভোট দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন) এবং ৪০ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রাষ্ট্র-প্রধানদের দ্বারা গঠিত। রাজা

নিজে এই সকল সভ্য মনোনীত করেন। উচ্চ পদের বা বিজ্ঞান সাহিত্য ও জাতির মঙ্গলপ্রদ কোন বিষয়ে প্রসিদ্ধ যে সকল ব্যক্তি বার্ষিক ৩০০০ লায়ার ট্যাক্স দেন তাঁহারা জীবিতকাল পর্য্যন্ত সিনেটের সভ্য হইতে পারেন। ডেপুটিসভা ৫৩৫ জন সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক সাবালক অধিবাসী (লোক সংখ্যার শতকরা ৩০ জন) স্ত্রী পুরুষ অভেদে ভোট দিবার অধিকারী, বয়স একুশ বৎসর হইলেই হইল। নির্ব্বাচনের সুবিধার জন্য সমস্ত দেশ ১৫টি জেলায় বিভক্ত। ডেপুটি হইতে হইলে বয়স ২৫ বৎসর হওয়া চাই। সরকারী কর্ম্মচারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কেহ ভোট দিবার অধিকারী নয়, তবে সৈন্যদলের কর্ম্মচারী, মন্ত্রী ও সহকারী সচিবগণ নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। ডেপুটিরা বৎসরে ১৫০০০ লায়ার করিয়া ভাতা প্রাপ্ত হন। রেল মাশুল সিনেটর ও ডেপুটি কাহাকেও দিতে হয় না। নির্ব্বাচন প্রত্যেক ৫ বৎসর পর পর হয়। রাজা যে কোন সময় ডেপুটিদের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। কোন অর্থ সম্পর্কীয় বিল ডেপুটি চেম্বর ছাড়া সিনেটে উঠিতে পারে না। মন্ত্রীরা দুই সভার অধিবেশনেই যোগ দিতে পারেন কিন্তু সভ্য না হইলে তাঁহাদের ভোট দিবার অধিকার থাকে না।

রাজা মন্ত্রীসভার (Cabinet) যোগে কার্য্যনির্ব্বাহ করেন। মন্ত্রীসভায় থাকেন, ক্যাবিনেট প্রেসিডেণ্ট ও পররাষ্ট্র সচিব,

অন্তঃরাষ্ট্র সচিব, উপনিবেশ সচিব, ন্যায় সচিব, অর্থ সচিব, রণ সচিব, নৌ সচিব, শিক্ষা সচিব, Minister of National Economy, Minister of Public works ও Minister of Communication.

শাসনের সুবিধার জন্য ইটালী ৬৭ প্রদেশ, ২৩৫ টেরিটোরী, ১৮০৫ জেলা ও ৯১৪৮ কমিউনে (ইউনিয়ন) বিভক্ত। প্রত্যেক কমিউনে একটি করিয়া কমিউনাল কাউন্সিল, একটি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও একজন Syndic বা ম্যাজিষ্ট্রেট আছে। কমিউনাল কাউন্সিলের সভ্যগণ কর্ত্তৃক মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠিত হয়। প্রত্যেক কমিউনের শাসনশক্তি সিন্‌ডিকের হাতে। গোপন ভোটদান পদ্ধতি অনুসারে কমিউনাল কাউন্সিল নিজেদের সভ্য হইতে সিনডিক্ নির্ব্বাচিত করেন। নির্ব্বাচনের পর সরকার তাঁহাকে নিয়োগপত্র প্রদান করেন। প্রাদেশিক কাউন্সিলের সভাপতি ও অন্যান্য কর্ম্মচারী প্রাদেশিক কাউন্সিলই নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। কমিউনাল ও প্রাদেশিক কাউন্সিলের আয়ুষ্কাল মাত্র চারি বৎসর।

লোক সংখ্যা—১৮৭২ সাল হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত জন-সংখ্যা প্রতিবৎসর শতকরা প্রায় ৬৫০ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল (১৮৭২—২৬৮০১১৫৪ জন; ১৯১১—৩৪৬৭১৩৭৭ জন), ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালে সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে (৩৯৬৫৯৯৪৪)।

প্রতিবৎসর প্রায় ১১ লক্ষ করিয়া নূতন সন্তান জন্মে। প্রতি বৎসর জনসংখ্যা হ্রাস হয় প্রায় ৬ লক্ষ ২৬ হাজার। কাজেই প্রতি বৎসর ইটালীর নূতন অধিবাসী হয় ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার।

ধর্ম্ম—চার্চ্চ্ ও ধর্ম্মযাজকদের শক্তি রাজশক্তির অধীন। দেশে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীই প্রায় শতকরা ৯৫ জন।

শিক্ষা—দেশের সমস্ত বিদ্যালয় পরিচালনের ভার সরকারের উপর। প্রাথমিক শিক্ষার কাল আট বৎসর। উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই গ্রেড্ আছে। প্রথম গ্রেডে টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট্, দ্বিতীয় গ্রেডে শিক্ষকতা শিক্ষা। সমস্ত দেশে ১৩১৪৪৪টি প্রাথমিক (ছাত্র—ছেলে ২২৭৫৯৯৮, মেয়ে ২২৫০৬০১), ১২৭৯টি উচ্চ বিদ্যালয় (ছাত্র—ছেলে ১৯৯৩৭৫, মেয়ে ১৩৬৬০২) ও ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় (ছাত্র ৩৬,৪৯৩) আছে। ইহার মধ্যে চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় অবৈতনিক। এতদ্ব্যতীত ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য ৭টি, কৃষির জন্য ৩টি, পূর্ত্ত শিক্ষার জন্য ৫টি, নৌ শিক্ষার জন্য ২টি, ও অন্যান্য বিশেষ শিক্ষার জন্য কয়েকটি উচ্চ শিক্ষায়তনের বন্দোবস্ত আছে।

বিচার—ইটালীর শ্রেষ্ঠতম আদালত Court of Cassation রোমে প্রতিষ্ঠিত। ইহার অধীনে জেলায় জেলায় ১৬টি আপিল আদালত (Courts of Assize) আছে। এই সকল জেলা আপিল আদালতের অধীনে ১১৫টি ট্রিবিউনাল আদালত (Tribunal)

আছে। ট্রিবিউনাল আদালতগুলির অধীনে ১০৭৬টি বিচারস্থান (mandamenti), ইহার প্রত্যেকটির জন্য একজন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট (Pretura)। ম্যাজিষ্ট্রেটরা মাত্র ছয় মাসের মেয়াদ, এক বৎসরের নির্ব্বাসন বা ৫০০০ লায়ার পর্য্যন্ত জরিমানা সাজা দিতে পারে। ট্রিবিউনাল ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসরের মেয়াদ ও ২০০০ লায়ারের উর্দ্ধ জরিমানা সাজা দিতে পারে। জেলা আপিল আদালত (Assize) রাজনৈতিক এবং সংবাদপত্র ঘটিত অপ-রাধের বিচার করে এবং জীবনব্যাপী কারাদণ্ড। এসাইজ আদালতে জুরীর বিচার হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারের উপরে ট্রিবিউনালে আপিল চলে। ট্রিবিউনালের বিচারের উপর জেলা আপিল আদালতে আপিল করা যায়। ইহার উপর আর আপিল নাই। রোমের Court of Cassation প্রয়োজন হইলে নিম্ন আদালত সমূহের বিচার বাতিল করিয়া দিতে পারে।

দারিদ্র্য—ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের মতন ইটালীতে দরিদ্রদের পোষণের জন্য কোন বন্দোবস্তই গ্রাম্য কমিউনরা করে না। তবে Opera Pie নামে কতকগুলি সরকারী খয়রাতি প্রতিষ্ঠান আছে। জনসাধারণের দানের উপর ইহাদের প্রতিষ্ঠা। ইহাদের কোন প্রতিষ্ঠান দরিদ্রদের টাকা ধার দেয়, কোনটা টাকা জমা রাখিয়া সুদ দেয়। এই সকল খয়রাতি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চৌত্রিশ সহস্র।

অর্থনীতিক—কমিউন ও প্রাদেশিক সরকার জমি, বাড়ী ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর ট্যাক্স ধার্য্য করে। রাজা আয়কর ধার্য্য করেন এবং তাহার আয়ের দশভাগের এক ভাগ কমিউনদের জন্য ব্যয় করেন। দেশের মোট রাজস্ব ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ২৫১৩ কোটি ৫০ লক্ষ লায়ার ছিল কিন্তু ব্যয় হইত প্রায় ৩৭৭৮ কোটি ৪৭ লক্ষ লায়ার। কিন্তু ১৯২৩ সাল হইতে রাজস্ব হ্রাস হইতে হইতে ১৯২৫ সালে ২০০০ কোটি লায়ার দাঁড়াইলেও ব্যয় হইয়াছে মাত্র প্রায় ১৯৯৪ কোটি, অর্থাৎ ট্যাক্স হ্রাস হইলেও জাতীয় পুঁজি হইয়াছে বৎসরে প্রায় ৫২৩ লক্ষ লায়ার।

দেশরক্ষা—ইটালীর উত্তরে আল্‌প্‌স্‌গিরি সমূহের প্রত্যেকটি পথ সুরক্ষিত। ক্যাসেল, পিয়াসেঞ্জা, ভেরোনা, মণ্টুয়া, ভেনিস ও আলেসাণ্ড্রিয়ায় প্রধানতম দুর্গ রহিয়াছে। সমুদ্রোপকূল রক্ষার্থ টোরাণ্টো ও মেসিনা প্রণালীতে ভাদো, জোনায়া স্পেজিয়া, মটি আর্জেণ্টারে ও সার্ডেনিয়ার উত্তরে কতিপয় দ্বীপে সুবন্দোবস্ত আছে। রোমের চারিধার সুদৃঢ় দুর্গ দ্বারা রক্ষিত। অধিবাসী মাত্রই সৈনিক ও নাবিকের কার্য্য করিতে বাধ্য। বিশ বৎসর হইতে ২৯ বৎসর বয়স্ক সকলেরই নাম লিখাইয়া রাখিতে হয়। ইহাদের একদল স্থায়ী সৈন্যদলে থাকে, একদল স্থায়ী সৈন্যদলভুক্ত হইলেও অপ্রয়োজনীয় কালে ছুটি পায় (complementary force)। তৃতীয় দলকে (territorial militia) কোন

বিশেষ কাজ করিতে হয় না। সকলকেই ১৮ মাস শিক্ষানবিশী করিতে হয়। ৩৯ বৎসর বয়সে জঙ্গী কর্ত্তব্য পূর্ণ হয়। ১৯২৪ সালের শেষ পর্য্যন্ত ইটালী প্রায় দেড় সহস্র বিমান পোতের অধিকারী ছিল তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হইতেছে। ইটালীর ব্যবসায়ী পোত বর্ত্তমানে ইউরোপে দ্বিতীয় স্থান ও পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার মোটর পোত Angustus পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

কৃষি—ইটালীর জমিগুলি খুবই খণ্ড খণ্ড। সাত কোটি সাড়ে ষোল লক্ষ একর জমির মধ্যে প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ একর চাষ হয়, বাকি পতিত জমি। শতকরা অধিবাসীর মধ্যে ১১ জনের জমি ও পাকা বাড়ী আছে। লোম্বার্ডী, পিড্‌মণ্ট ও ভেনিসিয়াতে বিশেষভাবে রেশমের চাষ হইলেও ইটালীর সর্ব্বত্র রেশম শিল্পের প্রচলন করা হইতেছে। প্রধান ফসল গম, ভুট্টা ও আলু।

খনি—সিসিলী, টাস্কেনী, সার্ডেনিয়া, লোম্বার্ডী ও পিড্‌মণ্টে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী খনিজ পদার্থ উৎপন্ন হয়। গন্ধক পদার্থ ও কয়লাই শ্রেষ্ঠ খনিজ। তাহার পর লৌহ ও লোহজ, পারদ, দস্তা, ও সীসা। মোট ইটালীর ৭৪৬টি খনিতে প্রায় সাড়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার শ্রমিক কাজ করে।

শিল্প—১৯১১ সালে দেশের ২৪৩৯২৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৩ লক্ষ শ্রমিক কাজ করিত। পূর্ব্বে দেশে তুলার কাজ হইত না,

বর্ত্তমানে উহা একটি প্রধান শিল্প। পূর্ব্বে রেশম শিল্প বড় কেহ অবলম্বন করিত না, এখন রেশমসূতার মিল প্রায় আট শত ও রেশম বুনিবার মিল প্রায় দুইশত। দেশে বেশ চিনি উৎপন্ন হইতেছে। ১৯২২ সালের পূর্ব্বে দেড়লক্ষ টনের উপর চিনি উৎপন্ন হইত না, বর্ত্তমানে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে প্রায় তিনলক্ষ টনে।

ডাক—সমগ্রদেশে প্রায় ১১৩৭৬টি ডাকঘর আছে। টেলিগ্রাফ্ আফিস ৯৪৮০টি। টেলিফোন সার্ভিস ১৯০৭ সাল হইতে সরকারের হাতে আসিয়াছে।

অধীনদেশ—বর্ত্তমান দেশগুলি ইটালীর অধীন রাজ্য—

১। রেড্‌সির উপকূলে Colony of Eritrea.

২। আফ্রিকায় ইটালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড।

৩। আফ্রিকায় ত্রিপোলি, লিবিয়া ও সিরেনিয়া।

৪। এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ।

৫। চীনদেশে তেন্‌সিন্।

কয়েকখানা ভাল বই

ভারতের নবজন্ম	...	শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ	...	১।০
বীরবলের হালখাতা	...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	...	১॥০
রায়তের কথা	...	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	...	৸০
শিক্ষা ও দীক্ষা	...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	১॥০
ভাবী-সমাজ	...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	...	১।০
শিক্ষা ও সভ্যতা	...	শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত	...	১॥০
বাংলায় বিপ্লববাদ	...	শ্রীনলিনীকিশোর গুহ	...	১।০
বিপ্লবের পথে	...	শ্রীনলিনীকিশোর গুহ	...	১।০
ভারতের দাবী	...	শ্রীনলিনীকিশোর গুহ	...	৸০
অগ্নি শিখা (উপন্যাস)	...	শ্রীতারানাথ রায়	...	১॥০
মায়া-মৃগ (গল্প)	...	শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়	...	১৸০
রূপ-রেখা (গল্প)	...	৺গোকুলচন্দ্র নাগ	...	১৲
পল্লীস্থান (ছোটদের উপন্যাস)		৺গোকুলচন্দ্র নাগ		৸০
পল্লীব্যথা (কবিতা)	...	শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়		১৲
মধুমালতী (কবিতা)	...	শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়		১৲

পুস্তক তালিকার জন্য পত্র লিখুন।